CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-178 ■ 29 March, 2026 ■ আগরতলা ২৯ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১৪ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপির হোয়াইট পেপারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ অমিত শাহের

কলকাতা, ২৮ মার্চ(আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ১৫ বছরের শাসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ৩৫ পাতার 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করেন। সেখানে পাঁচটি মূল ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছেঅনুপ্রবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক পতন, আইনশৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিকাঠামোর অবনতি।

'হোয়াইট পেপার'-এ দাবি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তের ২,২১৬.৭ কিলোমিটারের মধ্যে ৫৬৯ কিলোমিটার এখনও বেড়া দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণে দেরির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে অনুপ্রবেশ বেড়েছে বলেও দাবি বিজেপির।

দলটি অভিযোগ করেছে, রাজ্যে 'কাটমানি' সংস্কৃতি এবং সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি কর্মচারীকে মহার্ঘ ভাতা না দেওয়া এবং সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর না করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

বিজেপির দাবি, ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যে ৩০০-র বেশি রাজনৈতিক খুন এবং ১৩,০০০-র বেশি খুনের চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে বলেও অভিযোগ। ২০২৩ সালে ৩৪,৭৩৮টি নারী নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

'হোয়াইট পেপার'-এ বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ৬,৬৮৮টি সংস্থা রাজ্য ছেড়েছে এবং ১৮,৪৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়েছে। উচ্চ বেকারত্বের কারণে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক-যুবতী রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি, ভুয়ো ওষুধ কেলেঙ্কারি এবং সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিকাঠামোর ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। শহুরে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ, উড়ালপুল ভেঙে পড়া ও অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনার উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়েছে। এই 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত ঃ মোদি

নয়ডা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় এক জনসভায় কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ইথানল উৎপাদনে দেশ এগিয়েছে এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময় ভারত বড় স্বস্তি পেয়েছে।

জেওরে নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এর প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষি অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। "এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য এখন আরও সহজে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছতে পারবে," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ইথানল উৎপাদনে আখচাষিদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনাদের উৎপাদিত ইথানল দেশের অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়েছে। বিশ্ব সংকটের সময় এটি দেশের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি না থাকলে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত

তেল আমদানি করতে হত, যা প্রায় ৭০০ কোটি লিটারের সমান।

বিমানবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জমি দেওয়ার জন্য কৃষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষক ভাই-বোনদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি একাধিক বড় প্রকল্পের সূচনা হয়েছেনয়ডায় সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর, নমো ভারত ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি, মীরাট মেট্রোর সম্প্রসারণ এবং নতুন বিমানবন্দরের উদ্বোধন তারই উদাহরণ।

প্রধানমন্ত্রী উড়ান প্রকল্প-এর কথাও উল্লেখ করে জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১.৭ কোটির বেশি মানুষ সস্তায় বিমানযাত্রার সুযোগ পেয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও ১০০টি ছোট বিমানবন্দর ও ২০০টি হেলিপোর্ট তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে, যার সুফল উত্তরপ্রদেশ পাবে।

তিনি বলেন, দেশের বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন বিমানবন্দর ও বিমান পরিষেবা বাড়ার ফলে পাইলট, কেবিন ক্রু, গ্রাউন্ড স্টাফ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

চাকরি দেওয়ার নামে লাখ টাকার প্রতারণা গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ ।। চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তাজ উদ্দীন আলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সে দীর্ঘদিন ধরে 'দিলীপ সাহা' নামে ছদ্ম পরিচয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণার জাল বিস্তার করে আসছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, সরকারি সংস্থায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বহু যুবকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিত ওই ব্যক্তি। এক যুবককে এফসিআই-তে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভুয়ো নিয়োগপত্র তৈরি করে প্রতারিতদের হাতে তুলে দিত বলেও অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভর্তুকির অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কমিশনারের দ্বারস্থ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচন এবং ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ভর্তুকির অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো নিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

টিপিসিসি সভাপতি অশীষ কুমার সাহা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন রাজ্য দপ্তর ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এটি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের অধীন একটি ঋণ-সংযুক্ত ভর্তুকি প্রকল্প, যেখানে ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প অনুমোদনের সুযোগ রয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এডিসি নির্বাচন এবং ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘোষণার পর কেভিআইসি রাজ্য দপ্তর, ডিআইসি অফিস এবং খাদি বোর্ড বিপুল সংখ্যক পিএমইজিপি ঋণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিসর্জন শেষে ভায়াবহ দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজন ৩ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ মার্চ ।। বাসন্তী পুজোর ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত কৈলাসহর মহকুমায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও দশমীর সন্ধ্যায় বিসর্জন শেষে ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিন যুবক। বর্তমানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন বলে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহরের কামরাঙ্গা বাড়ি এলাকায়। জানা যায়, একটি ইলেকট্রিক অটো ও একটি মালবাহী বলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম তিন যুবকই ইলেকট্রিক অটোতে ছিলেন। আহতরা হলেন মনীশ সিনহা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ মার্চ ।। যৌন নিগ্রহ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে খোয়াই মহিলা থানায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

খোয়াই মহিলা থানার ওসি মিনা দেববর্মা জানান, খোয়াই দুর্গানগর এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী যৌন নিগ্রহ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অভিযুক্তকে আটক করেছে। তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনি ভাবে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ শহরের এক পাম্পকে শোকজ, সাময়িক বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ ।। বেআইনিভাবে ড্রামে পেট্রল বিক্রির প্রামাণ্য অভিযোগের ভিত্তিতে রাজধানীর গণরাজ চৌমুহনীস্থিত জোৎসনা পেট্রোলিয়ামকে শোকজ নোটিশ জারি করে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে সারা দেশেই জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেআইনিভাবে জ্বালানি মজুদ রোধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

তবে সেই নির্দেশিকা অমান্য করে আগরতলার গণরাজ চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত উক্ত পেট্রোল পাম্প থেকে প্লাস্টিকের ড্রামে পেট্রল বিক্রি করা হচ্ছেএমন অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। অভিযোগের ভিত্তিতে দপ্তরের কর্মকর্তারা শনিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। তদন্তের পর জোৎসনা পেট্রোলিয়ামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, জ্বালানি মজুদ বা বেআইনি বিক্রির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে উধাও দুই সন্তানের জননী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৮ মার্চ ।। আমতলী থানার অন্তর্গত সেকেরকোট সুভাষ কলোনি এলাকায় এক গৃহবধূর রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রায় ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন দুই সন্তানের জননী সুপর্ণা দাস।

জানা গেছে, স্বামী সুজিত সরকার পেশায় রাজমিস্ত্রির যোগালি শ্রমিক। তিনি গত শনিবার নিজ বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের চেছুড়িমাই এলাকায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্ত্রীর সন্ধান পেতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা কামনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও আমতলী থানার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা মিলছে না। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত প্রায় আট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের আগে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় লং মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার সকালে ২৭ নং কাঠালিয়া মির্জা---রাজাপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরচন্দ্র এলাকায় দক্ষিণ জেলা আরক্ষা প্রশাসনের একটি লং মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

লং মার্চের মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

লং মার্চে অংশ নেন জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, টিএসআর বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তারা এলাকায় বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার বার্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোট

পাহাড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা হামলা, শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের আগেই পাহাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং প্রতিপক্ষ তিপরা মথার মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এবারের নির্বাচন দুই দলের মধ্যে আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

খয়েরপুর বিধানসভা এলাকার দুবছড়া এলাকাটি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। এলাকায় অভিযোগ উঠেছে, প্রতিপক্ষ তিপরা মথা বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলায় বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

এটাই গণতন্ত্রের রীতিনীতি। এভাবে বাড়িঘরে হামলা এবং মা-বোনদের শ্লীলতাহানির ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

বিধায়ক পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি এলাকার জনগণকে নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। এই ঘটনার ফলে খয়েরপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে।

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২৯ মার্চ, ২০২৬ ইং
১৪ চৈত্র, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবাদের আখড়া পাকিস্তান

সাম্প্রতিক এক মার্কিন রিপোর্টে পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের মতো ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলোর অবাধ বিচরণ নিয়া পুনরায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তান এখনও এই গোষ্ঠীগুলোর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করিতেছে।রিপোর্টে ১৫টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যে ১২টিকেই মার্কিন আইন অনুযায়ী ''বিদেশি জঙ্গি সংগঠন'' হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এর মধ্যে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হরকাত-উল-জিহাদ-ইসলামি এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো গোষ্ঠীগুলো সরাসরি ভারতকে লক্ষ্য করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতেছে।হাফিজ সাইদের নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠীটি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে ভিত্তি করিয়া কাজ করিতেছে। ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার মূল হোতা হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের পরিকাঠামো এখনও সক্রিয়। মাসুদ আজহারের এই দলটিও পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করিয়া জম্মু-কাশ্মীরে অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সরাসরি মূল সংগঠনের নামে কাজ করিতে সমস্যা হওয়ায় এরা প্রায়ই নতুন নতুন ''ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন'' বা ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেছে। যেমনদ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট , যাহা আসলে লস্করেরই একটি শাখা হিসেবে কাজ করছে বলে দাবি করা হয়েছে।মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, পাকিস্তান একদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এর মতো গোষ্ঠীগুলোর হাতে আক্রান্ত হইতেছে , কিন্তু অন্যদিকে লস্কর বা জইশের মতো ''ভারত-কেন্দ্রিক'' গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অনীহা দেখাইতেছে। একেই পাকিস্তানের 'কৌশলগত সম্পদ' হিসেবে জঙ্গিদের ব্যবহারের পুরনো নীতি বলিয়া মনে করা হইতেছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে পহেলগামে একটি বড়সড় জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছিয়াছিল। সেই ঘটনার রেশ ধরিয়াই আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়া নতুন করিয়া কাঁটাছেঁড়া শুরু হইয়াছে।

এখনও ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির শক্ত ঘাঁটি পাকিস্তান। এমনই বলা হইল মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদনে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, পাকিস্তানে বেশ কয়েকটি বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সক্রিয় রহিয়াছে, যাহারা জম্মু ও কাশ্মীর ও ভারতের দিকে নজর রাখিয়াছে। পাকিস্তানে তাহারা নিরাপদেই আছে। গত ২৫ মার্চ এই প্রতিবেদনটি পেশ করা হইয়াছিল। তাহাতে পাকিস্তানের ১৫টি সন্ত্রাসী সংগঠনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া এবং সন্ত্রাসবাদের শিকার, উভয় বলা হইয়াছে। ''ভারত ও কাশ্মীর-কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর'' ক্রমাগত হুমকির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হরকত-উল-জিহাদ ইসলামি, হরকত-উল-মুজাহিদিন, হিজবুল মুজাহিদিন।এর মধ্যে জইশ-ই-মহম্মদ নাকি ৫০০ কাশ্মীরি জঙ্গির হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে।এদিকে হিজবুল মুজাহিদিনের ১৫০০ জঙ্গি ক্যাডার বাহিনী আছে।পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে মার্কিন কংগ্রেশনাল রিপোর্টে - বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ছড়ানো সংগঠন, আফগান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন, কাশ্মীর ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী, ঘরোয়া জঙ্গি সংগঠন এবং শিয়া বিরোধী জঙ্গি। রিপোর্টে উল্লেখিত ১৫টি জঙ্গি সংগঠনের ১২টি মার্কিন আইনের অধীনে নিষিদ্ধ হলে জানা গিয়াছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে সন্ত্রাসবাদের জেরে পাকিস্তানে প্রাণ হারিয়েছেন ৪০০১ জন। গত ১১ বছরে সন্ত্রাসবাদের জেরে এটাই সর্বোচ্চ মৃত্যু। এদিকে বৈশ্বিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আল-কায়দা এখনও পাকিস্তানে সক্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই রিপোর্টে। এদিকে ইসলামিক স্টেটের আঞ্চলিক শাখা - আইএসকেপি সক্রিয় আছে পাকিস্তানে। এদিকে কয়েকদিন আগে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড একটি প্রতিবেদন পেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, পাকিস্তানকে আমেরিকার জন্য হুমকি হিসাবে দেখেন তিনি। তাঁহার কথায়, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র মার্কিন মুলুকের জন্য হুমকির। মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানের আশঙ্কা, যদি কোনওভাবে এই পারমাণবিক অস্ত্র চরমপন্থী বা জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তা শুধু আমেরিকা নয়, গোটা বিশ্বের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডাকিয়া আনিতে পারে। মার্কিন গোয়েন্দা কমিউনিটির বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার উল্লেখও ছিল।

ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ত্রিপুরা দল

আগরতলা, ২৮ মার্চ: ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিএসডি) গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, রাজ্যের দল আগামী ২৯ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাটি দেশের একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হবেউত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় অনসাইট ইভেন্ট এবং গুজরাটের গান্ধীনগরে অফসাইট ইভেন্ট আয়োজন করা হবে।

আসামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। অটোমোবাইল টেকনোলজি ও মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে দুটি স্বর্ণপদক এবং ক্লাউড কম্পিউটিং ও ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনে দুটি রৌপ্যপদক জিতে তারা জাতীয় পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এছাড়াও ত্রিপুরা পাঁচটি ট্রেডে ১৩ জন প্রার্থীকে নিয়ে সরাসরি ওয়াকওভার এন্ট্রি নিশ্চিত করেছে। সাইবার সিকিউরিটি, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০, আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ডিজিটাল কনস্ট্রাকশনের মতো উদীয়মান ও ভবিষ্যৎমুখী ক্ষেত্রগুলোতে তারা অংশ নেবেন। সব মিলিয়ে ১৭ জন প্রতিযোগী ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন।এই অংশগ্রহণ উন্নত ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট দক্ষতার ক্ষেত্রে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও সক্ষমতাকে তুলে ধরবে।ইন্ডিয়াস্কিলস প্রতিযোগিতা দক্ষ তরুণদের চিহ্নিত ও লালন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যা তাদের ওয়ার্ল্ডস্কিলসের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেয়।

বিলে থেকে বিবেকানন্দ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

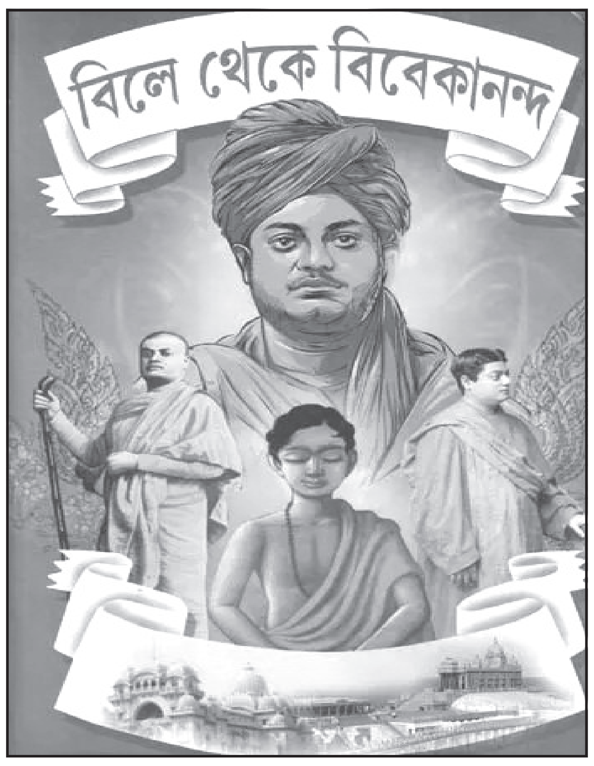

ভারতবর্ষকে জানতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হবে।' কোন বিবেকানন্দ ? চাষির বিবেকানন্দ, শ্রমিকের বিবেকানন্দ। কায়মনোবাক্যে আম জনতার বিবেকানন্দ। জীবন মানেই যুদ্ধ, লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া। জীবনসায়াহ্নের চোরাবালিতে কখনও পথিক পথ হারাবে, কখনও নাবিক দিকভ্রষ্ট হবে, আবার সব বাধা, সব ঝড় পেরিয়ে সিংহাসনের শীর্ষে বসা, যা বিবেকানন্দ নিজের জীবন দিয়ে একাধিকবার বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দতে পরিণত হওয়া, সারা বিশ্বের কাছে নিজের ছাপ রেখে যাওয়া, আগুনে নিজেকে ঘৃতাহুতি দেওয়া থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রমাণ করা, ভারতের নাম উজ্জ্বল করা এক মহৎতের স্বরূপ নিজেকে মেলে ধরার সমান।

শংকরের 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বইতে পাওয়া যায়, 'মায়ের কাছে চিরদিন বিলু থাকলেও, বিলু অথবা বীরেশ্বর ঠিক কবে থেকে নরেন হলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে বীরেশ্বর নাম যে অনেকদিন প্রচলিত ছিল তা পরবর্তীকালে সিস্টার নিবেদিতার চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি।' একজন পশ্চিমী ভক্তিমতিকে নিবেদিতা কিছুটা উত্তেজনার সঙ্গে গোপন খবর জানাচ্ছেন, 'হৃদয়বান বিবেকানন্দর আসল নাম "বীরেশ্বর" --- ব্যাপারটা কিন্তু খুব কম লোকেই জানে। স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ বলেন, 'সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ হল, মানুষের সেবা করা। সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষের জন্য কাজ করা। বিবেকানন্দ আমাদের জন্য খুবই জরুরী একজন ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক, ফিলোসফিতে তাঁর অবদান অসামান্য।' বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'মেয়েদের শিক্ষা দাও, যা পুরুষরা পায়। মেয়েরা নিজেদের সিদ্ধান্তে নিজেরা নিক।' বিবেকানন্দের সিমলা স্ট্রিটের বাড়ির এক মহারাজের কথায়, 'বিবেকান্দদের এক বিধবা পিসি কাশীতে বসবাস করতেন। সেইমতো কাশির বীরেশ্বর শিবের কাছে ভুবনেশ্বরী দেবী মানত করতে বলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী এখানে শিব গড়ে প্রার্থনা করেন। সেই আশীর্বাদ স্বরূপ বিবেকানন্দর জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হয় বীরেশ্বর।' বীরেশ্বর শব্দ বড়ও বলে "বিলে" বলা হয়। সেই বিলে থেকে পৈতৃক প্রাপ্ত নাম দেওয়া হয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি ঠাকুরের কাছে প্রথম গেলে রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে ভাবিত হন। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী কে সাক্ষী রেখে, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, আমি শুনেছি, আপনি নাকি ঈশ্বরকে দেখেছেন ? সত্যি! সহাস্যে ঠাকুরের উত্তর, 'তোকে যেমন দেখছি, তেমনি দেখেছি। সেই দর্শন সত্তা থেকেই নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ এ পরিণত হওয়া।' বিরজাহনের মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি এবং সেই সন্ন্যাসপ্রাপ্ত নাম হয় বিবেকানন্দ। ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং বিবেকানন্দকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় মানুষের কাছে তিনি এই নামেই বেশি পরিচিতি হন। বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে 'স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা, স্বামীজীর ব্যক্তিগত শিল্পপ্রয়াস, বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের বিদ্যাচর্চা, বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ, ইংরেজি বক্তা ও লেখক বিবেকানন্দ, স্বামীজীর সাধুগদ্যের ও নিন্দা, বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের রূপ ও রস, সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পায়ন চিন্তা প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন।' কলকাতার বাগবাজারের মায়ের বাড়ির এক মহারাজের বক্তব্য

অনুসারে, 'বিবেকানন্দ নামের স্বরূপ বোঝাতে হলে, স্বামী বিবেকানন্দকেই ফিরে আসতে হবে।' বিবেকানন্দ শিষ্যা মাদার সেভিয়র, জপমালা নিয়ে জপ করতেন। একদিন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দকে তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ নাম জপ করি। নাম নামই অভেদ। তাহলে বিবেকানন্দ কী? বিবেকানন্দ নামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন ? স্বামী রামকৃষ্ণজি রচিত, বিবেকানন্দ পঞ্চ হোমের কথা, সেখানে দুটি শব্দ বিবেক আর আনন্দ বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে আবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে জ্যোতিরাজ, সচ্ছিদানন্দ, সর্বজ্ঞ নামে বলে অভিহিত করেছেন।'

সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে বিশ্ব জয় করা স্বামী বিবেকানন্দ বলেই সম্ভব হয়েছিল। বাবার মৃত্যুতে পরিবারের শরীকি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পারিবারিক বিপর্যয়, সবই বলতে গেলে বিবেকানন্দ একা হাতেই সামলিয়েছেন। বাড়িতে শত অভাব স্বত্বেও মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন। আবার আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে 'Sisters and Brothers of America !' বলে সম্বোধন করতেই করতালিতে ভেসে উঠেছে সভাগৃহ। বিবেক এর অর্থ হল জ্ঞান, বিচক্ষণতা বা সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। এটি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী (অস্থায়ী) এবং চিরন্তন (স্থায়ী) এর মধ্যে বৈষম্যমূলক জ্ঞানের গভীর অনুভূতিকে বোঝায়। আনন্দ এর অর্থ হল সুখ, আনন্দ বা পরমানন্দ। সুতরাং বিবেকানন্দ নামের সম্পূর্ণ অর্থ হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিচক্ষণতা বা জ্ঞানের আনন্দ লাভ করেছেন। এই নামটি তাঁর জীবনদর্শন এবং শিক্ষার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ তিনি সবসময় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সুখের গুরুত্বের উপর জোর দিতেন। একালের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, সন্ন্যাস অর্থ, 'সংক্ষেপে মৃত্যুকে ভালবাসা। আত্মহত্যা নয়-- মরণ অবশ্যম্ভাবী জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করা।' পিতৃ- বিয়োগের পর মানসিক, সাংসারিক টানাপোড়েনের জীবনে একাধিকবার ছুটে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যা নরেন তোর যা চাওয়ার তা মায়ের কাছে চেয়ে নে।' অভাবের সংসারে টাকাপয়সার বদলে নরেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর কাছে চেয়ে বসলেন, 'জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও বলে।' বেলুরমঠ, বরাননগর থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে বিপ্লব ঘটানো, জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ার দরুন সংসারের হাল ধরা থেকে শুরু করে মঠের দায়দায়িত্ব, গুরুভাইদের দায়িত্ব সব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সেরার সেরা সেই তিনিই। আর এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ নামের একশো শতাংশ স্বার্থকতা, যা ধূপের মতো মাহাত্ম্য বিস্তার করে দিকে দিকে।

অরুণা থেকে হরিশ: দুই দীর্ঘ লড়াইয়ের করুণ কাহিন

অর্কপ্রভ দাস

২০১৩ সালের ২০ আগস্ট সম্পূর্ণ তছনছ করে দিয়েছিলো এক তরতাজা তরুণ হরীশ রাণার জীবন। চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিল হরীশ। একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে ভাড়া থাকত সে। আর এই অভিশপ্ত দিনে সেই বাড়িরই পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে যায় হরীশ। এক লহমায় বদলে যায় জীবন। হয়তো ঘটনাস্থলে মৃত্যু হলে এর চাইতে কম যন্ত্রণা সইতে হতো তাকে। কিন্তু হরীশ মারা যায়নি, আর এর পরেই শুরু হয় একের পর এক দীর্ঘ লড়াই। আর এই লড়াই ছিল বহুমাত্রিক। প্রথম লড়াই ছিল হরীশকে প্রাণে বাঁচানোর লড়াই। যমে মানুষে টানাটানির পর কোনক্রমে প্রাণ বাঁচলো ঠিকই, কিন্তু সেটা অর্ধমৃত অবস্থায়। চোটের কারণে কার্য্যত সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় হয়ে পড়ে পুরো শরীর। বাইরের জগৎ বা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তার কোনো চেতনা ছিল না। বহু চেষ্টা, বহু চিকিৎসার পরেও স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয়নি হরীশের। আর এর পরেই শুরু হয় দ্বিতীয় লড়াই। ছেলেকে দীর্ঘদিন এই জড় অবস্থায় বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন হরীশের বাবা-মা। আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক মর্মান্তিক সুদীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ইতিহাস। এতদিন ছেলেকে বাচাঁতে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন প্রৌঢ় দম্পতি, এবার ছেলেকে যন্ত্রণাময় জীবন থেকে নিষ্কৃতি দিতে এক আদালত থেকে আরেক আদালতের সামনে আর্জি নিয়ে শুরু হলো লড়াই। প্রথমে ২০২৪ সালে ছেলেকে নিষ্কৃতিমৃত্যু দিতে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন হরীশের ৬২ বছরের বাবা অশোক রাণা এবং মা নির্মলা দেবী। আইনি ভাষায় যাকে বলা হয় "প্যাসিভ ইউথানেশিয়া", কিন্তু দিল্লি হাই কোর্ট সেই মামলায় কর্ণপাত করেনি। এরপর ২০২৪ সালেরই নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হরীশের বাবা-মা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও সেই আবেদন গ্রাহ্য করেনি। তবে হাল না ছেড়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যান তাঁরা। ততদিনে আর্থিক ভাবেও বিধস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা, ছেলের চিকিৎসা খরচ জোগাতে বিক্রি করে দিতে হয়েছে একমাত্র শখের বসত বাড়িটিকেও। ২০২৫ সালে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তাঁরা, আর্জি একটাই ছেলের "নিষ্কৃতিমৃত্যু"। অবশেষে

জয় এলো, অনুমতি মিললো দেশের সর্বোচ্চ আদালতের। ১৩ বছর ধরে শয্যাশায়ী বছর বত্রিশের হরীশ রাণার নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। আইনি লড়াই জিতে গেলেন অশোক রাণা এবং নির্মলা দেবী। কিন্তু তারপর?

জয় এলো ঠিকই, কিন্তু এই জয়ে কি কেউ খুশি হতে পারে? ঠিক কতটা মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে একজন সন্তানের মৃত্যু চেয়ে তার পিতামাতা আদালতের দ্বারস্থ হন? এর পিছনে ঠিক কতটা যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকতে পারে- এই করুণ প্রশ্নটাই হয়তো বুঝতে সময় লেগেছিলো আদালতের।

নিঃসন্দেহে এই রায় ঐতিহাসিক, ভারতীয় বিচার ব্যাবস্থার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। তবে এই রায় মনে করিয়ে দেয় আরেকটি সাড়াজাগানো ঘটনাকে। আর তিনি অবশ্যই অরুণা শানবাগ। ১৯৭৩ সালের ২৭নভেম্বর, আরেক অভিশপ্ত দিন। বোম্বাইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে জুনিয়র নার্স ওই অরুণা শানবাগ ডিউটি শেষ করে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে পোশাক বদলানোর সময় হাসপাতালেরই সাফাইকর্মী সোহনলাল বাল্মীকির বিকৃত লালসার শিকার হন। অরুণাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে সোহনলাল দেখে অরুণার ঋতুস্রাব হচ্ছে। সোহনলাল অবশ্য দমেনি। অরুণার গলায় শিকল বেঁধে কার্যত শ্বাসরোধ করে তার সঙ্গে যোনিপথের বদলে জবরদস্তি পায়ুসঙ্গম করে সোহনলাল।

এর পর প্রায় ১১ ঘণ্টা হাসপাতালের বেসমেন্টে ওই অবস্থাতেই পড়েছিলেন অরুণা। পরেরদিন যতক্ষণে তাঁর খোঁজ মেলে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অরুণার মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই অরুণার মস্তিষ্ক আংশিক বিকল হয়ে যায়। দৃষ্টি ও বাকশক্তিও চলে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে কোমায় চলে যান অরুণা। কিন্তু অরুণার উপর এই পাশবিক অত্যাচার করেও সেই অর্থে তেমন কোনও সাজাই ভোগ করতে হয়নি অপরাধী সোহনলালকে। কারণ দেশের আইন অনুসারে পায়ুসঙ্গম তখন ধর্ষণের মধ্যে পড়তই না। তাই কেবল চুরি এবং নির্যাতনের মামলা চলে সোহনলালের বিরুদ্ধে, ৭ বছর জেল খেটে দিব্যি ছাড়া পেয়ে যায় সে।

আর অরুণা হারিয়ে যান জীবন-মৃত্যুর মাঝের এক আশ্চর্য স্তরে, যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস চললেও, কোনোরকম সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো না তাঁর। ওই হাসপাতালেই কর্মরত এক চিকিৎসকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল অরুণার, তাঁদের বিবাহ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। ঘটনার প্রথমদিকে অরুণার পাশে থাকলেও ক্রমে সরে যান সেই চিকিৎসকও। ক্রমে একে একে পাশ থেকে সরে যান অরুণার পরিবারের লোকেরাও। কিন্তু আপনজন হয়ে ওঠেন কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক এবং নার্সেরা। দীর্ঘ ৪২ বছর কোমায় আক্রান্ত হয়ে জীবস্মৃত অবস্থাতে শয্যাশায়ী থাকা অরুণার দেখাশুনো করতেন তাঁরাই। সেই স্বল্প পরিচিত বা অপিরিচিত মানুষগুলোই বিশেষ যত্ন নিতেন অরণার। তাঁকে টিউব দিয়ে খাওয়ানো হত। নিয়মিত পরিষ্কার করানো হত। ২০০৯ সালে অরণার নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সাংবাদিক ও সমাজকর্মী পিঙ্কি বিরানি। আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করে এবং পর্যালোচনা করে মেডিক্যাল প্যানেল গঠন করার নির্দেশ দেয়। মেডিক্যাল প্যানেল পরীক্ষা করে জানায়, অরুণার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০১১ সালের ৭মার্চ সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয় যে, লাইফ সাপোর্টে থাকা কারও জীবনে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাঁর মা-বাবা, জীবনসঙ্গী বা খুব কাছের আত্মীয়স্বজন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ঘনিষ্ঠ কোনও ব্যক্তি বা বন্ধু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পিঙ্কি নিজেকে অরুণার বন্ধু বলে দাবি করলেও এর তীব্র বিরোধিতা করেন অরুণার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অন্য কর্মীরা। তাঁদের স্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল, তাঁরাই অরুণার প্রকৃত কাছের বন্ধু, কারণ এতবছর ধরে তাঁরাই অরুণার দেখাশোনা করেছেন এবং তাঁরা কোনোমতেই অরুণার এই মৃত্যু চান না। তাঁরা পিঙ্কির করা নিষ্কৃতিমৃত্যুর আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন। আদালত তাঁদের দাবিকে মান্যতা দেয়। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট পিঙ্কির আর্জি খারিজ করে দেয়।

তবে শীর্ষ আদালত তখন এ-ও জানায় যে, পিঙ্কি যা চাইছেন, তার জন্য হাসপাতালের কর্মীদের রাজি হতে হবে। আর তাতে মুম্বাই হাইকোর্টের অনুমোদন থাকতে হবে। ২০১৫ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন অরুণা, ওই বছরই ১৮মে মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতালের কর্মীরাই তাঁর শেষকৃত্য সারেন। অরুণার আত্মীয়দের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে শেষকৃত্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।

সুদীর্ঘ ৪২ বছর কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বেডে জড় পর্দাথের মতো বেঁচে থাকার পরে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন অরুণা। আর এর পরে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের তরফে নিষ্কৃতিমৃত্যুকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মযাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণের অধিকারে সিলমোহর পড়ে। পাশাপাশি, কিছু বিধিনিয়মও আরোপ করা হয়। কৃত্রিম লাইফ সাপোর্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাগরিকদের।

অরুণা শানবাগ আর হরীশ রাণা দেশের দুই প্রান্তে দুই ভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন। অরুণার পক্ষে হরীশকে চেনা সম্ভব নয়, হরীশও হয়তো কোনোদিন অরুণার নাম শোনেনি বা গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরুণার বিষয়ে জানলেও কোনোদিন অতটা আমল দেয়নি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আর নিয়তি যেন একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল তাদের। ৬৬ বছরের অরুণা শানবাগ বেঁচে থেকে যে পথ নির্মাণ করেছিলেন সেই পথেই নিষ্কৃতি মৃত্যুর হাত ধরে চিরশান্তির পথে এগিয়ে চললেন ৩২ বছরের তরুণ হরীশ রাণা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার ৪র্থ ডুকলী বিভাগীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের যুব মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেপির 'হোয়াইট পেপার'-এ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ, পাঁচটি ইস্যুতে নিশানা

কলকাতা, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ১৫ বছরের শাসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ৩৫ পাতার 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করেন। সেখানে পাঁচটি মূল ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছেঅনুপ্রবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক পতন, আইনশৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিকাঠামোর অবনতি।

'হোয়াইট পেপার'-এ দাবি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তের ২,২১৬.৭ কিলোমিটারের মধ্যে ৫৬৯ কিলোমিটার এখনও বেড়া দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণে দেরির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে অনুপ্রবেশ বেড়েছে বলেও দাবি বিজেপির।

দলটি অভিযোগ করেছে, রাজ্যে 'কাটমানি' সংস্কৃতি এবং সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি কর্মচারীকে মহার্ঘ ভাতা না দেওয়া এবং সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর না করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

বিজেপির দাবি, ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যে ৩০০-র বেশি রাজনৈতিক খুন এবং ১৩,০০০-র বেশি খুনের চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে বলেও অভিযোগ। ২০২৩ সালে ৩৪,৭৩৮টি নারী নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

'হোয়াইট পেপার'-এ বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ৬,৬৮৮টি সংস্থা রাজ্য ছেড়েছে এবং ১৮,৪৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) বন্ধ হয়েছে। উচ্চ বেকারত্বের কারণে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক-যুবতী রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি, ভুয়ো ওষুধ কেলেঙ্কারি এবং সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিকাঠামোর ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

শহুরে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ, উড়ালপুল ভেঙে পড়া ও অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনার উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়েছে।

এই 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিকশিত উত্তরপ্রদেশ'-এর পথে বড় পদক্ষেপ নয়ডা বিমানবন্দর: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়ডা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার বলেন, জেওরে নির্মিত নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট 'বিকশিত উত্তরপ্রদেশ' গড়ার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি যুবসমাজের স্বপ্নপূরণে নতুন ডানা যোগ করবে।

বিমানবন্দর উদ্বোধনের পর এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আজকের সমাবেশে আমি উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর তরুণদেরই দেখছি। কারণ, এই প্রকল্প যুবকদের স্বপ্নকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।"

উত্তরপ্রদেশ এখন দেশের মধ্যে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরযুক্ত রাজ্যগুলির একটি হয়ে উঠছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। "আজ আমরা 'বিকশিত ভারত' ও 'বিকশিত উত্তরপ্রদেশ'-এর নতুন অধ্যায় শুরু করলাম," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের মানুষ তাঁকে এই প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের সুযোগ দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোদি। তিনি বলেন, এই সাফল্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গেই ভাগ করে নিচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, মথুরা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, মীরাট, এটাওয়া, বুলন্দশহর ও ফরিদাবাদসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ এই বিমানবন্দর থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এর ফলে কৃষক, ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প এবং যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি আরও বলেন, এখান থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান চালু হলে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ বাড়বে এবং এটি 'বিকশিত উত্তরপ্রদেশ'-এর প্রতীক হয়ে উঠবে।

পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর প্রভাবে বহু দেশ খাদ্য, জ্বালানি, পেট্রোল-ডিজেল, গ্যাস ও সারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে সংকটের মুখে পড়েছে। ভারতও এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। তিনি আশ্বাস দেন, সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর যাতে এই সংকটের বোঝা না পড়ে, তার জন্য সরকার সবরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পারস্য উপসাগর এলাকায় ২০টি ভারতীয় জাহাজ, ৫৪০ নাবিক নিরাপদ: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : পশ্চিম পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বর্তমানে ২০টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ ও ৫৪০ জন ভারতীয় নাবিক অবস্থান করছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে নিবিড় নজরদারি চলছে বলে জানাল কেন্দ্র সরকার।

বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় জাহাজ ও নাবিকদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোনও ভারতীয় জাহাজকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি বলেও মন্ত্রক জানিয়েছে।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং জাহাজ মালিক, আরপিএসএল সংস্থা এবং বিদেশে থাকা ভারতীয় মিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

এখন পর্যন্ত ৯৩৮ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ফিরেছেন ২৫ জন।

দেশের বিভিন্ন বন্দরে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে বলেও জানানো হয়েছে। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরির স্টেট মেরিটাইম বোর্ডগুলি জানিয়েছে, কোথাও কোনও জট নেই। এদিকে, বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার যাত্রী যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে ভারতে ফিরেছেন। বিদেশে থাকা ভারতীয় মিশনগুলি সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে।

পারস্য উপসাগর ও পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপর কেন্দ্র সরকার নিবিড় নজর রাখছে এবং ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতের জন্য পেট্রোলিয়াম বহনকারী আরও দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ শনিবার হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথে চলাচল এখনও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে প্রভাবিত হচ্ছে। প্রয়োজনে সহায়তা দিতে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির কাছে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও জাহাজ ওই অঞ্চল থেকে ভারতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেরলে ১০০ আসনে জয়ের দাবি ইউডিএফের, আশাবাদী রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি/তিরুবনন্তপুরম, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): কেরলের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ১০০টি আসনে জিতে বড় ব্যবধানে সরকার গড়বে বলে দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

শনিবার তিনি বলেন, "ইউডিএফ ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী। আমরা কেরলে ১০০ আসন নিয়ে ভূমিধস জয়ের দিকে এগোচ্ছি।"

উল্লেখ্য, কেরলের ১৪০টি আসনে আগামী ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনী প্রচার এখন চরমে, গরম উপেক্ষা করেই চলছে জোর প্রচার।

এর আগে রাহুল গান্ধী কন্নুরের কংগ্রেস সাংসদ কে. সুধাকরণ এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধী সুধাকরণকে "সত্যিকারের কংগ্রেস সৈনিক" বলে উল্লেখ করে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রশংসা করেন। এই বার্তা দলীয় কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দলের অন্দরের মতানৈক্য কাটিয়ে ঐক্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রের দাবি, সংগঠনকে শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তরে সমর্থন বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

যদিও শাসক লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এই দাবিকে "অবাস্তব" বলে উড়িয়ে দিয়েছে, তবুও কংগ্রেস নেতৃত্ব নির্বাচনে নিজেদের পক্ষে জনমত গড়ে উঠছে বলেই দাবি করছে। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যে কেরলের নির্বাচনী লড়াই আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

স্টেশনে ভিড় সামলাতে এআই ক্যামেরা ও 'ওয়ার রুম', বড় পদক্ষেপ রেলের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে ভারতীয় রেল। রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ভিড় কমাতে দেশের ৭৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে স্থায়ী 'প্যাসেঞ্জার হোল্ডিং এরিয়া' তৈরি করা হবে। এই এলাকাগুলিতে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার, টিকিট কাউন্টার, তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন সুবিধা থাকবে। ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন-এ এই ধরনের হোল্ডিং এরিয়া চালু হয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার, স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, সিসিটিভি নজরদারি, লাগেজ স্ক্যানার, মেটাল ডিটেক্টর, উন্নত আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রেলমন্ত্রী জানান, স্টেশনে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কড়াকড়ি করা হবে। নিশ্চিত টিকিট থাকা যাত্রীরাই সরাসরি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পারবেন, অন্যদের স্টেশনের বাইরে নির্দিষ্ট হোল্ডিং এরিয়ায় রাখা হবে। এছাড়া যাত্রী চলাচল সহজ করতে ১২ মিটার ও ৬ মিটার চওড়া নতুন ফুট-ওভারব্রিজ তৈরি করা হবে। ভিড় পর্যবেক্ষণে এআই-সক্ষম সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে, যা রিয়েল-টাইমে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। বড় স্টেশনগুলিতে 'ওয়ার রুম' তৈরি করে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। উচ্চ যাত্রীচাপের স্টেশনগুলিতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেমন ওয়াকি-টকি ও উন্নত ঘোষণাপদ্ধতি চালু করা হবে। রেলকর্মীদের জন্য কিউআর কোড-ভিত্তিক পরিচয়পত্র ও নতুন ইউনিফর্ম চালু করা হবে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁদের সহজে চেনা যায়। এছাড়া বড় স্টেশনগুলিতে স্টেশন ডিরেক্টর পদ আরও শক্তিশালী করা হবে। তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী টিকিট বিক্রি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও দেওয়া হবে, যাতে অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো যায়।

বঙ্গে 'বুলডোজার রাজনীতি'র জায়গা নেই: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির 'বুলডোজার মডেল' রাজনীতির কোনও জায়গা নেই বলে মন্তব্য করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

তিনি দাবি করেন, নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পরই নির্বাচন কমিশন-এর তরফে একাধিক প্রশাসনিক বদলি করা হয়েছেমুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, আইজি, এসপি, জেলাশাসক, এমনকি কলকাতা পুলিশের কমিশনার ও কেএমসি কমিশনার পর্যন্ত বদল করা হয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ও সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে রামনবমী মিছিল ঘিরে অশান্তির প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ধরনের পরিবর্তনই বিজেপি বাংলায় চাপিয়ে দিতে চাইছে। প্রশাসনিক বদলির পরই ভয় দেখানো, দোকান ভাঙচুর, ধর্মের নামে উত্তেজনা তৈরির মতো ঘটনা বাড়ছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের 'পাড়া সংস্কৃতি', আড্ডা, উৎসবএই মিলেমিশে থাকার ঐতিহ্যই বাংলার পরিচয়। আমরা ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি চাই না।"

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে উদ্‌যাপনের ঐতিহ্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, দুর্গাপুজো, দীপাবলি, পয়লা বৈশাখ, ঈদ, গুরু নানক জয়ন্তী, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও বড়দিনসবই বাংলায় সম্প্রীতির সঙ্গে পালিত হয়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলা বরাবরই সহনশীলতা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বার্তা দিয়েছে। শেষে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এই অশান্তি থেকে কার লাভ হচ্ছে?" এবং বলেন, এই ধরনের রাজনীতির কোনও স্থান বাংলায় নেই।

'মাইলস্টোন' দিন: সেনার হাতে 'প্রহার' লাইট মেশিনগানের প্রথম ব্যাচ তুলে দিল আদানি ডিফেন্স

গ্বালিয়র, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন ছুঁল দেশ। আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস শনিবার ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাতে 'প্রহার' লাইট মেশিনগানের প্রথম ২,০০০টি ইউনিট তুলে দিল। ৭.৬২ মিমি ক্যালিবারের এই আধুনিক অস্ত্র গ্বালিয়রের উপকণ্ঠে সংস্থার স্মল আর্মস কমপ্লেক্সে তৈরি হয়েছে। সংস্থার সিইও আশীষ রাজবংশী জানান, "এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন দিন। আমাদের ৭ বছরের মধ্যে ৪১,০০০ এলএমজি সরবরাহের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান গতিতে আমরা তিন বছরেরও কম সময়েই তা সম্পূর্ণ করতে পারব।" তিনি আরও বলেন, প্রতি মাসে প্রায় ১,০০০টি এলএমজি উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যা দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদনে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল (অ্যাকুইজিশন) এ. অ্যানবারাসু সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথম ব্যাচের অস্ত্রবাহী ট্রাকগুলিকে সবুজ সংকেত দেখিয়ে রওনা করান। রাজবংশীর কথায়, "গত ছয় বছরের পরিশ্রম ও পরিকল্পনার ফল আজকের এই সাফল্য। ২০২০ সালে আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ আমরা শুধুমাত্র যন্ত্রাংশ নির্মাতা নয়, পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি।" সরকারি নীতি সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ফলে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও এই সাফল্যকে সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চুক্তি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অরুণাচল হাইওয়ে ক্ষতিপূরণ কেলেঙ্কারি, ২.৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করল ইডি

নয়াদিল্লি/ইটানগর, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশে ট্রান্স-অরুণাচল হাইওয়ে প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে ২.৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

ইডি জানায়, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর আওতায় ২৩ মার্চ জারি করা প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে কুরুঙ্গ কুমে জেলার নিয়াপিনের ডোলো গ্রামে প্রায় ৪৭,৩৫০ বর্গমিটার জমি (তাদার বাবিনের নামে) এবং কেয়ি পানিওর জেলার ইয়াচুলির জাথ গ্রামে একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি (লিখা মাজের নামে)।

এই সম্পত্তিগুলি অবৈধভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করে অর্জিত বলে অভিযোগ।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রান্স-অরুণাচল হাইওয়ে প্রকল্পের পোটিন-বোপি অংশে জমির মূল্য নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ বণ্টনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রায় ৪৪.৯৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, যা সরকারি কোষাগারের বড় ক্ষতি করেছে।

তদন্তে একাধিক সরকারি কর্মী ও ব্যক্তির জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। জিরোর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার কেমো লোলেন, ডিএলআরএসও ভারত লিঙ্গু এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার টোকো তাজে-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া লিখা মাজ ও তাদার বাবিনের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইডির দাবি, তাঁরা এই অর্থ লেনদেন ও ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এর আগে ২০২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অরুণাচল প্রদেশ ও অসমে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ২.৪০ কোটি টাকা নগদ (লিখা মাজের কাছ থেকে) এবং ২২ লক্ষ টাকা (তাদার বাবিনের কাছ থেকে) উদ্ধার করা হয়। এছাড়া প্রায় ১.১৯ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল।

এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট প্রায় ১০.১৩ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত, বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করা হয়েছে।

ইডি আগেই ২০২৪ সালের ১২ মার্চ ইউপিয়ার বিশেষ পিএমএলএ আদালতে একটি চার্জশিট দাখিল করেছিল। মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

ভারতের এসইজেড থেকে রপ্তানি বেড়ে ১১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা, বৃদ্ধি ৩২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) এসইজেড থেকে মোট রপ্তানি ১১.৭০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩২.০২ শতাংশ বেশি।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে দেশে মোট ৩৬৮টি এসইজেড রয়েছে (ফেব্রুয়ারি শেষ পর্যন্ত)। এই অঞ্চলগুলিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা।

এসইজেডগুলিতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় বৃদ্ধি দেখা গেছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই খাতে ৩১.৭৩ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করছেন।

কেন্দ্রের মতে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০০৫ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলগুলি রপ্তানি বৃদ্ধি ও শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ এসইজেড ইউনিটগুলির জন্য একটি বিশেষ এককালীন সুযোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য কম শুল্কে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করতে পারে। এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে, খরচ কমবে এবং প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে সরকার।

এছাড়া, ক্লাউড ও ডেটা সেন্টার পরিষেবার জন্য কর-ছাড়ের মেয়াদ বাড়ানোয় আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা ও নির্মাতাদের বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারের মতে, কর ছাড়, সহজ নিয়মনীতি ও আধুনিক পরিকাঠামোর কারণে এসইজেডগুলি দেশের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। এর ফলে শিল্প ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারত একটি নির্ভরযোগ্য গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুন মাসে গুজরাটের সানন্দ এবং কর্ণাটকের ধরওয়াড়ে নতুন দুটি এসইজেড ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক উপাদান উৎপাদন হবে।

এসআইআর নিয়ে প্রশ্নের মুখে মমতা, বাংলাতেই কেন বাধাজবাব চাইলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই কেন এত বাধা তৈরি হল, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে জবাব চাইলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "দেশের ১৪টি রাজ্যে, এমনকি বিরোধী শাসিত তামিলনাড়ু ও কেরলেও এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই এত বাধা কেন এল? কেন সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল?"

শাহর অভিযোগ, রাজ্যের জেলাশাসকরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেননি বলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন-এর আধিকারিক বদলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাকেও খারিজ করেন তিনি। শাহ বলেন, নির্বাচনের আগে সারা দেশেই এই ধরনের বদলি হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের প্রভাব বেশি থাকায় বদলির হার বেশি।

রামনবমীকে ঘিরে সহিংসতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এইবার আধিকারিক বদলির ফলে সহিংসতা অনেকটাই কম হয়েছে।"

শাহ আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর বিরোধিতা করেছে মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রাখতে। "এইভাবে ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন এ বার পূরণ হবে না," বলেন তিনি।

এছাড়া নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর 'সহানুভূতি আদায়ের রাজনীতি' নিয়েও কটাক্ষ করেন শাহ। তিনি বলেন, "ভোটের সময় এলেই তিনি অসুস্থতা বা অন্য বিষয় দেখিয়ে সহানুভূতি চান, কিন্তু এবার তা কাজ করবে না।"

বাংলাভাষীদের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকেও রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করে শাহ বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাভাষী ভারতীয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে কেন্দ্র সরকার তাদের শনাক্ত করে দেশ থেকে বের করে দিতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

আওয়ামী লিগের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি, ফেব্রুয়ারির ভোট নিয়ে প্রশ্ন প্রাক্তন মন্ত্রীর

ঢাকা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলি আরাফাত দলের উপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ পুনরুদ্ধার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ জরুরি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দাবি করেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদীয় নির্বাচন "পূর্বনির্ধারিত ও কারচুপিপূর্ণ" ছিল এবং তা গণতান্ত্রিক বৈধতা পায় না। তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, যুক্তরাজ্যে যদি লেবার পার্টি বা কনজারভেটিভ পার্টি ছাড়া নির্বাচন হয়, বা আমেরিকায় রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়া ভোট হয়, তাহলে তা কি প্রকৃত নির্বাচন বলা যাবে? একইভাবে, একটি বড় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ রেখে নির্বাচন হলে তা অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আরাফাতের অভিযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন বেআইনিভাবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল, ফলে লক্ষ লক্ষ ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমানে দলটির রাজনৈতিক কার্যকলাপও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও প্রতিবাদের অধিকার সীমিত করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হারে "মিথ্যা খুনের মামলা" দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জামিন পেলেও পুনরায় গ্রেফতার করা হচ্ছেযা ক্ষমতার অপব্যবহার। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অশান্তির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সেই সময়ের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। তবে অভিযোগ, ওই ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ নেতাদের ফাঁসানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ওই অশান্তিতে মৃতের সংখ্যা নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও প্রকৃত তথ্য নির্ধারণে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়নি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের মানদণ্ডের থেকে অনেক পিছিয়ে বলে উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তরমুজের বীজ পেটে গেলে শরীরে কী কী ঘটবে

তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও আয়রন আছে। কালোরির মাত্রাও বেশ কম তরমুজে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরাও খেতে পারেন তরমুজ। তাই গরমে কাহিল হওয়ার আগে টুক করে যদি কয়েক ফালি তরমুজ খেয়ে ফেলা যায়, তাহলে শরীর সব সময় থাকবে ফিটফাট। কিন্তু জানেন কি, তরমুজ শুধু নয়, তরমুজের বীজও কিন্তু দারুণ উপকারি।

গরম পড়তেই বাজারে হাজির তরমুজ। এই গরমে সুস্থ থাকতে তরমুজ খাওয়া কিন্তু মাস্ট। চরম গরমে শরীরকে সতেজ রাখতে তরমুজের থেকে ভাল ফল আর কিছুই নেই। কারণ, তরমুজে রয়েছে ৯২ শতাংশ জল। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও আয়রন। ক্যালোরির মাত্রাও বেশ কম তরমুজে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরাও খেতে পারেন তরমুজ। তাই গরমে কাহিল হওয়ার আগে টুক করে যদি কয়েক ফালি তরমুজ খেয়ে ফেলা যায়, তাহলে শরীর সব সময় থাকবে ফিটফাট। কিন্তু জানেন কি, তরমুজ শুধু নয়, তরমুজের বীজও কিন্তু দারুণ উপকারি। অনেকেই তরমুজ খেতে গিয়ে ভুল করে বীজ গিলে ফেলেন। এতে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুল করে নয়। বরং সচেতনভাবেই খেতে পারেন তরমুজের বীজ। তরমুজের বীজ খেলে কী কী উপকার হয় জানেন? তরমুজের বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম। যা কিনা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, দ্রুত খাবার হজম করতেও সাহায্য করে তরমুজের বীজ। ত্বকের বলিরেখা কমাতে কিংবা ত্বকে জেল্লা বাড়াতে দারুণ কাজ করে তরমুজের বীজ। তরমুজ ছাড়িয়ে তার বীজগুলো আলাদা করে নিন। তারপর রোদে শুকিয়ে শুকনো কড়াইয়ে একটু রোস্ট করে নিন। এরপর ব্রেকফাস্টে বা লাঞ্চের পর কয়েকটা বীজ চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরা বিকেলে স্ন্যাক্সে তরমুজের বীজ খেতে পারেন। এতে খিদেও কম পাবে এবং ওজনও কমবে দ্রুত। তরমুজের বীজ বেটে তা ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন। এতে হজম শক্তি বেড়ে যায়।

হাতের নখ খাওয়া অভ্যাস ভালো না

এই অভ্যাস এক ধরনের ‘বডি-ফোকাসড রিপিটেটিভ বিহেভিয়ার’। সহজ কথায়, যখন কোনও মানুষ প্রবল মানসিক চাপ বা উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যান, তখন মস্তিষ্ককে শান্ত করতে তিনি নিজের নখ কিংবা আঙুলের চারপাশের চামড়া কামড়াতে শুরু করেন। চিকিৎসকরা একে এক ধরনের ‘অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার’ বা ওসিডির পর্যায়ে ফেলছেন।

নখখাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই থাকে। কখনও অবসরে, কখনও আবার প্রবল দুশ্চিন্তায় অজান্তেই আঙুল চলে যায় মুখে। শুধু ছোটদের নয়, রাস্তাঘাটে বাড়ি বা অফিস সব জায়গাতেই বড়দেরও এই অভ্যাস চোখে পড়ে। সাধারণের চোখে এটি কেবলই একটি ‘বদভ্যাস’ বা ছোটবেলার চঞ্চলতা মনে হলেও, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম ‘ডার্মাটোফেজিয়া’ । আর এই সাধারণ অভ্যাসটিই যে আপনার শরীরের স্থায়ী পঙ্গুত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হয়তো অনেকেরই কল্পনার বাইরে।

এই অভ্যাস এক ধরনের ‘বডি-ফোকাসড রিপিটেটিভ বিহেভিয়ার’। সহজ কথায়, যখন কোনও মানুষ প্রবল মানসিক চাপ বা উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যান, তখন মস্তিষ্ককে শান্ত করতে তিনি নিজের নখ কিংবা আঙুলের চারপাশের চামড়া কামড়াতে শুরু করেন। চিকিৎসকরা একে এক ধরনের ‘অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার’ বা ওসিডির পর্যায়ে ফেলছেন।

কেন এটি বিপজ্জনক? তথ্য বলছে, ক্রমাগত নখ এবং চামড়া কামড়াতে থাকলে একসময় আঙুলের ‘নেল বেড’ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। এই নেল বেড হল নখের নিচের সেই নরম অংশ যা নখকে বাড়তে সাহায্য করে। এটি একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে নখ আর স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না, বরং ত্বকের গভীরে বসে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এখানেই শেষ নয়, আরও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এই অভ্যাসে। মুখে থাকা লালা এবং আঙুলের নখের কোণে জমে থাকা অজস্র ব্যাকটেরিয়া এই কামড়ানোর ফলে তৈরি হওয়া ক্ষুদ্র ক্ষত দিয়ে সরাসরি রক্তে মিশে যায়। এর ফলে ‘প্যারোনিচিয়া’ বা নখের কোণে পুঁজ জমে যাওয়ার মতো সংক্রমণ দেখা দেয়। চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, এই সংক্রমণ যদি হাড়ের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে সেখানে পচন ধরা বা ‘গ্যাংগ্রিন’ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। আর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে আক্রান্ত আঙুলটি কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

মুক্তির পথ কী? কেন আপনি নখ কামড়াচ্ছেন সেই মানসিক কারণটি খুঁজে বের করুন। নিয়মিত প্রাণায়াম বা শরীরচর্চা করলে মন শান্ত থাকে।

নখ সবসময় খুব ছোট করে ছেঁটে রাখুন। নখের ডগায় তেতো স্বাদের নিরাপদ কোনও প্রলেপ মাখিয়ে রাখতে পারেন যাতে মুখে দিলেই বিরক্তি আসে।

সমস্যা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে দেরি না করে এক জন থেরাপিস্ট বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

প্রোটিন পাউডারে প্রচুর পরিমাণ চিনি বা কৃত্রিম শর্করা মিশিয়ে দেওয়া হয়

পাউডারের কৌটোর গায়ে লেখা উপাদানের তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখা সবথেকে জরুরি। প্রোটিন পাউডার সাধারণত হুই (ঢত্ত্রা), সয়া, মটরশুঁটি কিংবা চাল থেকে তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে সমস্ত পাউডারে দানাশস্য বা মটরশুঁটির ব্যবহার বেশি, সেগুলো শরীরের জন্য অনেকটা নিরাপদ। এই উপাদানগুলোতে প্রয়োজনীয় যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে। তাই কেনার আগে দেখে নিন আপনার প্রোটিন পাউডারটি উদ্ভিদজাত নাকি প্রাণিজ। একটি উচ্চমানের প্রোটিন পাউডারের প্রতি চামচে অন্তত ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ প্রোটিন থাকা উচিত। যদি দেখেন এক চামচ পাউডারে প্রোটিনের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম, তবে বুঝবেন ওই ব্র্যান্ডটি সস্তা এবং অকেজো ‘ফিলার’ ব্যবহার

অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

বডি বিল্ডিং হোক বা ডায়েট-আজকের প্রজন্মের কাছে প্রোটিন শেক এখন ডাল-ভাতের মতোই অতি পরিচিত। জিমে যাওয়ার পর এক স্কুপ প্রোটিন পাউডার গুলে খেয়ে নেওয়াটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পানীয়কে আপনি স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি ভাবছেন, তার মধ্যেই কি লুকিয়ে রয়েছে প্রাণঘাতী বিষ? সম্প্রতি ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ’-এর একটি গবেষণা ঘুম উড়িয়েছে স্বাস্থ্য সচেতনদের। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাজারের জনপ্রিয় প্রায় ২৩টি ব্র্যান্ডের প্রোটিন পাউডারে মিশে রয়েছে সিসা এবং ক্যাডমিয়ামের মতো ভারী ধাতু। যা আপনার লিভার, কিডনি থেকে শুরু করে স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে। তাই পরের বার কৌটো খোলার আগে বা নতুন পাউডার কেনার সময় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মিলিয়ে নিন।

প্রোটিনের আসল উৎস কী? পাউডারের কৌটোর গায়ে লেখা উপাদানের তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখা সবথেকে জরুরি। প্রোটিন পাউডার সাধারণত হুই, সয়া, মটরশুঁটি কিংবা চাল থেকে তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে সমস্ত পাউডারে দানাশস্য বা মটরশুঁটির ব্যবহার বেশি, সেগুলো শরীরের জন্য অনেকটা নিরাপদ। এই উপাদানগুলোতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া করছে। অর্থাৎ, প্রোটিনের নাম করে আপনি এমন কিছু খাচ্ছেন যা শরীরের কোনও কাজেই লাগে না, উল্টে হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

ভেজালের যুগে হুজুগে পড়ে প্রোটিন শেক খাওয়া বন্ধ করা দরকার। আপনি কি পেশি বাড়াতে চান, নাকি স্রেফ ওজন কমাতে? নাকি কোনও অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থ হতে এটি খাচ্ছেন? কারণভেদে প্রোটিনের ধরণ পালটে যায়। মনে রাখবেন, মাছ, মাংস, ডিম বা ডালের মতো সাধারণ খাবার থেকেও প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। তাই অকারণ নেশার মতো সাপ্লিমেন্ট না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

স্বাদ বাড়াতে অনেক কোম্পানি প্রোটিন পাউডারে প্রচুর পরিমাণ চিনি বা কৃত্রিম শর্করা মিশিয়ে দেয়। এটি আপনার ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে ডায়াবেটিস বা স্থূলতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। পাউডারের উপাদানে যদি ‘অ্যাডেড সুগার’ দেখেন, তবে সেই কৌটোটি এড়িয়ে চলাই উচিত। প্রাকৃতিক স্বাদ বা জিরো-ক্যালোরি সুইটনার থাকলেও তার মাত্রা যাচাই করে নিন। আপনার সুস্থতা আপনার হাতেই। তাই সস্তার বিজ্ঞাপনে না ভুলে ল্যাবে পরীক্ষিত এবং শংসাপত্র আছে এমন ব্র্যান্ডই বেছে নিন। কারণ, স্বাস্থ্য একবার ১২টা বাজলে তা কোনও দামী পাউডার দিয়ে ফেরানো সম্ভব নয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান

প্রিয়াঙ্কা সাহা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের টিকে থাকা আজও সহজ নয়। আধুনিকতার অগ্রগতির পরও সমাজের বহু স্তরে নারীরা নানাভাবে বৈষম্য ও মানসিক চাপে আক্রান্ত হয়। বাহ্যিকভাবে সমতা ও স্বাধীনতার কথা বলা হলেও বাস্তবে নারীদের জন্য পথ এখনো সম্পূর্ণ মসৃণ নয়।

এই সমাজব্যবস্থায় একজন নারী প্রায়ই বুঝতে পারেন না, কার মনে তার সম্পর্কে কী ধারণা তৈরি হচ্ছে বা কে তাকে নিয়ে কী ভাবছে। অনেক সময় তার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হলেও সেটি সরাসরি প্রকাশ করা হয় না। বরং এমন এক পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে নারীকে তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে উৎসাহিত করা হয়। তাকে নিজের কথা না বলতে, নিজের সমস্যাগুলো প্রকাশ না করতে অঘোষিতভাবে চাপ দেওয়া হয়। কারণ, যতদিন সে নীরব থাকে, ততদিন সমাজ তাকে ‘ভালো’ বলে মেনে নেয়।

কিন্তু যখন কোনো নারী নিজের অধিকার, অভিজ্ঞতা বা অন্যায়ের কথা প্রকাশ করতে চান, তখন পরিস্থিতি বদলে যায়। সমাজ তখন তার কণ্ঠকে সমর্থন না করে বরং এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, যা সমাজের জন্য সুবিধাজনক। অনেক সময় তাকে দোষারোপ করা হয়, তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, কিংবা তাকে “অতিরিক্ত” বলা হয়। ফলে নারীর পক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তবে পরিবর্তন অসম্ভব নয়। সচেতনতা, শিক্ষা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব। নারীদের কণ্ঠকে দমিয়ে না রেখে বরং তা গুরুত্ব দিয়ে শোনা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করাই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ।

সবশেষে বলা যায়, একটি সুস্থ সমাজ গড়তে হলে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। নীরবতা নয়, বরং সাহসী কণ্ঠই পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

(লেখক পরিচিতি ঃ- গৃহিণী)

চোখের ক্লান্তি কাটাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে পাঁচ টিপস

একনাগাড়ে কোনও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম সময় চোখের পাতা ফেলা হয়। এর ফলে চোখের মণি ও চারপাশের পেশিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা, একটানা ড্রাইভিং বা অফিসে দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে বসে থাকাকারণ যাই হোক না কেন, চোখের বিশ্রাম ভীষণভাবে প্রয়োজন। সকাল থেকে রাতঅনেকেরই দিনের সিংহভাগ সময়টাই কাটে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন কিংবা টিভির স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। অফিসের কাজ হোক বা বিনোদন, এই ডিজিটাল নেশার মাশুল গুনতে হচ্ছে অমূল্য দুটি চোখকে। আপনি কি খেয়াল করেছেন ইদানীং মাঝেমধ্যেই আপনার চোখ শুকনো লাগছে কিনা? কিংবা চোখের মণি ভারী হয়ে আসছে কিনা? এই ছোটখাটো অস্বস্তিগুলোই কিন্তু বড় বিপদের লক্ষণ। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ঘরোয়া কিছু সহজ কৌশলে আপনিও ফিরিয়ে আনতে পারেন চোখের সতেজতা। কেন ক্লান্ত হচ্ছে চোখ?- একনাগাড়ে কোনও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম সময় চোখের পাতা ফেলা হয়। এর ফলে চোখের মণি ও চারপাশের পেশিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা, একটানা ড্রাইভিং বা অফিসে দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে বসে থাকাকারণ যাই হোক না কেন, চোখের বিশ্রাম ভীষণভাবে প্রয়োজন। কী কী ভাবে চোখের ক্লান্তি কাটাবেন? কোল্ড কমপ্রেস চোখের ক্লান্তি মেটাতে চটজলদি আরাম দেয় কোল্ড কমপ্রেস। এটি চোখের ফোলাভাব কমাতে দারুণ কার্যকরী।

পদ্ধতি: বাজার থেকে জেল প্যাক কিনে ব্যবহার করতে পারেন। অথবা বাড়িতেই পাতলা পরিষ্কার কাপড় ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে চিপে নিন। এরপর চোখ বন্ধ করে ৮ থেকে ১০ মিনিট চোখের ওপর দিয়ে রাখুন। নিমেষেই মিলবে আরাম।

তালুর ভাপ- কাজের মাঝখানে যখনই চোখ ক্লান্তলাগবে, তখনই হাতের তালুর সাহায্য নিতে পারেন। কী করবেন? দুই হাতের তালু একে অপরের সঙ্গে ঘষে হালকা গরম করে নিন। এরপর চোখ বন্ধ করে আলতো করে তালু জোড়া চোখের ওপর রাখুন। মনে রাখবেন, খুব জোরে চাপ দেবেন না। এই উষ্ণতা চোখের পেশিকে রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে।

ঘরোয়া ও প্রাকৃতিক সমাধান- রান্নাঘরে থাকা সাধারণ কিছু জিনিসও আপনার চোখের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে। শসা: শসা কুচি করে বা গোল স্লাইস করে চোখের ওপর রাখলে জ্বালাভাব ও চোখের নিচের কালি কমে। অ্যালোভেরা ও গ্রিন টি: ব্যবহার করা ঠান্ডা গ্রিন টি ব্যাগ বা টাটকা অ্যালোভেরা জেল চোখের সতেজতা ফেরাতে অব্যর্থ।

মেনে চলুন ২০-২০-২০ নিয়ম

বিশেষজ্ঞরা চোখের সুরক্ষায় একটি বিশেষ সূত্রের কথা বলেন, যাকে বলা হয় ‘২০-২০-২০ রুল’। নিয়মটি হল: প্রতি ২০ মিনিট অন্তর স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ২০ ফুট দূরে থাকা কোনও বস্তুর দিকে অন্তত ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকুন। এতে চোখের ফোকাস করার পেশিগুলো বিশ্রাম পায়। তবে ওপরের টিপসগুলো সাধারণ অস্বস্তির জন্য সহায়ক। তবে যদি আপনার অনবরত মাথাব্যথা, চোখ লাল হওয়া বা ঝাপসা দেখার সমস্যা থাকে, তবে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

পুরনো বালিশ দিয়ে ঘর সাজান

আপনার ঘরের জানলার পাশে যদি চওড়া তাক বা জায়গা থাকে, তবে তাকে বানিয়ে ফেলুন একটি চমৎকার বসার জায়গা বা ‘উইন্ডো সিট’। পুরনো বালিশের তুলোগুলোকে ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে রোদে দিন। তারপর সেই তুলো দিয়ে লম্বাটে গদি বানিয়ে জানলার ধারে পেতে দিন। তার ওপর একটি উজ্জ্বল রঙের সুতির চাদর বিছিয়ে দিলে তৈরি হয়ে যাবে আপনার প্রিয় বই পড়ার জায়গা। বৃষ্টির দুপুরে এখানে বসে আড্ডা বা কফি খাওয়ার মজাই আলাদা।

বিছানায় রাখা বালিশটা কি একদম পাতলা হয়ে গিয়েছে? চ্যাপ্টা আর শক্ত হয়ে যাওয়া সেই বালিশে শুলে এখন আর ঘুম আসে না, উল্টে ঘাড়ব্যথা করে? অগত্যা নতুন বালিশ কিনে পুরনোটাকে বাতিলের খাতায় ফেলে রাখাই দস্তুর। কিন্তু ঘর সাজানোর শৌখিনতায় এই বাতিল জিনিসটিই হতে পারে আপনার তুরুপের তাস। বাজারে হাজার হাজার টাকা খরচ করে যেসব ‘ডিজাইনার’ কুশন বা ঘর সাজানোর সামগ্রী কেনেন, তা অনায়াসেই বানিয়ে নেওয়া যায় বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো বালিশ দিয়ে। এতে পকেটের সাশ্রয় তো হবেই, সঙ্গে আপনার অন্দরমহল পাবে এক আভিজাত্যের ছোঁয়া। কীভাবে? জেনে নিন সহজ উপায়। জানলার ধারে আরামদায়ক বসার জায়গা আপনার ঘরের জানলার পাশে যদি চওড়া তাক বা জায়গা থাকে, তবে তাকে বানিয়ে ফেলুন একটি চমৎকার বসার জায়গা বা ‘উইন্ডো সিট’। পুরনো বালিশের তুলোগুলোকে ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে রোদে দিন। তারপর সেই তুলো দিয়ে লম্বাটে গদি বানিয়ে জানলার ধারে পেতে দিন। তার ওপর একটি উজ্জ্বল রঙের সুতির চাদর বিছিয়ে দিলে তৈরি হয়ে যাবে আপনার প্রিয় বই পড়ার জায়গা। বৃষ্টির দুপুরে এখানে বসে আড্ডা বা কফি খাওয়ার মজাই আলাদা।

সোফায় নতুনত্বের ছোঁয়া- বসার ঘরের সোফাটা কি খুব সাদামাটা লাগছে? পুরনো বালিশের তুলো বের করে ছোট ছোট চৌকো বা গোল আকৃতির কুশন তৈরি করুন। এরপর সেলাইয়ের দোকানে গিয়ে বা অনলাইনে কিছু সুন্দর কভার কিনে নিন। রঙিন আর ঝকঝকে এই কুশন সোফায় সাজিয়ে রাখলে বসার ঘরের ভোল এক নিমেষেই বদলে যাবে। মনে হবে যেন কোনও নামী ইন্টেরিয়র ডিজাইনার দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন! ঠান্ডা হাওয়া ও ধুলোবালি থেকে মুক্তি শীতের দিনে দরজার তলা দিয়ে আসা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া কিংবা রাস্তা থেকে আসা ধুলো আটকাতে পুরনো বালিশ ম্যাজিকের মতো কাজ করে। বালিশের তুলো লম্বা সাপের মতো করে গোল পাকিয়ে কাপড়ের খোলসে ভরে ‘ডোর ড্রাফট স্টপার’ বানিয়ে নিন। এটি দরজার গোড়ায় রেখে দিলে বাইরের ধুলো বা পোকা ঘরে ঢুকতে পারবে না, আবার এসির হাওয়াও বাইরে বেরোবে না।

যোগব্যায়ামের শক্ত কুশন- যারা বাড়িতে নিয়মিত শরীরচর্চা বা যোগাসন করেন, তাদের জন্য শক্ত কুশন বা ‘বোলস্টার’ খুব দরকারি। বাজার থেকে কিনতে গেলে এর দাম অনেকটাই বেশি। দুটো পুরনো বালিশকে একসাথে জুড়ে শক্ত করে কভার পরিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে আপনার যোগাসনের সরঞ্জাম। পিঠের ব্যথায় বা শবাসনের সময় এটি ব্যবহারে দারুণ আরাম পাওয়া যায়।

অকেজো জিনিসের পুনর্ব্যবহার - গবেষণা বলছে, গৃহস্থালির বর্জ্য কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল জিনিসের পুনর্ব্যবহার। বালিশের ভেতরের ফাইবার বা তুলো কখনওই নষ্ট হয় না। বাড়িতে থাকা পুরনো সফট টয় বা ছোটদের খেলনাগুলো অনেক সময় চুপসে যায়। সেই খেলনাগুলোর ভেতরে এই তুলো পুনরায় ভরে দিলে সেগুলো আবার নতুনের মতো হয়ে ওঠে। এটি যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনই সৃজনশীল।

প্রানের দেশ- ভারতবর্ষ

শুভম সিংহ

ভারতবর্ষসেই দেশ যেখানে গঙ্গা বয়ে যায়,
হিমালয়ের বুকে সূর্য ওঠে, মন ভরে যায়।
প্রাচীন ইতিহাস, বৈদিক মন্ত্রে,
জাগে ঐতিহ্য, গর্বে ভরে চিত্তে।

রাজস্থানের মরুভূমিতে বইছে বাতাস,
কচ্ছের রানে কখনো বৃষ্টির আভাস।
কাশ্মীরের বাগে ফুটেছে গোলাপ,
আন্দামানে সাগরের নীল আলাপ।

গঙ্গা-যমুনার তীরে সাধুদের মেলা,
রামায়ণ-মহাভারতের অমর গাথা খেলা।
ভাঙা-গড়ায় এই ইতিহাস ভরা,
বুদ্ধ-গান্ধীর দেশ, শান্তির হাওয়া ধরা।

দিওয়ালির আলো, হোলির রঙ,
ঈদের চাঁদে মুখে হাসির ঢঙ।
দেশটা বৈচিত্রে ভরা, মিলনের মেলা,
প্রতিটি ধুলোয় মিশে আছে এক গল্পের খেলা।

ভারতবর্ষআমার দেশ, আমার গর্ব,
স্বাধীনতার সেইসব বীরের বুকের তাজ।
ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা,
একতা-সমৃদ্ধিআমাদের মন্ত্র, আমাদের ধারা।

বিশ্বব্যাপী সংকটের সময়ে বড় স্বস্তি, ইথানল উৎপাদনে কৃষকদের কৃতিত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়ডা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় এক জনসভায় কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ইথানল উৎপাদনে দেশ এগিয়েছে এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময় ভারত বড় স্বস্তি পেয়েছে।
জেওরে নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এর প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষি অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। "এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য এখন আরও সহজে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছতে পারবে," বলেন প্রধানমন্ত্রী। ইথানল উৎপাদনে আখচাষিদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনাদের উৎপাদিত ইথানল দেশের অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়েছে। বিশ্ব সংকটের সময় এটি দেশের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী জানান, ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি না থাকলে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হত, যা প্রায় ৭০০ কোটি লিটারের সমান। বিমানবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জমি দেওয়ার জন্য কৃষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষক ভাই-বোনদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি একাধিক বড় প্রকল্পের সূচনা হয়েছেনয়ডায় সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর, নমো ভারত ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি, মীরাট মেট্রোর সম্প্রসারণ এবং নতুন বিমানবন্দরের উদ্বোধন তারই উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী উড়ান প্রকল্প-এর কথাও উল্লেখ করে জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১.৭ কোটির বেশি মানুষ সস্তায় বিমানযাত্রার সুযোগ পেয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও ১০০টি ছোট বিমানবন্দর ও ২০০টি হেলিপোর্ট তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে, যার সুফল উত্তরপ্রদেশ পাবে।তিনি বলেন, দেশের বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন বিমানবন্দর ও বিমান পরিষেবা বাড়ার ফলে পাইলট, কেবিন ক্রু, গ্রাউন্ড স্টাফ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন ত্রিপুরা অতিথি অধ্যাপক সংঘের কর্মকর্তারা।

নয়ডা বিমানবন্দর উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের নতুন দিশা বিশ্বসংযোগে বড় ভূমিকা নেবে: যোগী আদিত্যনাথ

গ্রেটার নয়ডা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, জেওরে নির্মিত নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট রাজ্যের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে এবং বিশ্বমানের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
শনিবার বিমানবন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন, এই প্রকল্প "নিউ ইন্ডিয়া"-র পরিবর্তনের প্রতীক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতির প্রতিফলন।
মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, উন্নত পরিকাঠামো ও বিশ্বসংযোগের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ দ্রুত একটি বড় বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসবে। গত এক দশকে কেন্দ্রের নীতির ফলে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও ভারত স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। একই সঙ্গে অতীতের সরকারগুলিকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, একসময় উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা উত্তরপ্রদেশ এখন দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে নতুন পরিচিতি তৈরি করছে।
আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ও শক্তিশালী পরিকাঠামো রাজ্যকে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
২০২১ সালের নভেম্বর মাসে যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল, সেই প্রকল্পের প্রথম ধাপের উদ্বোধন এত দ্রুত সম্পন্ন হওয়াকে "ডাবল ইঞ্জিন" সরকারের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে, প্রস্তাবিত দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে, ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, নমো ভারত এবং প্রস্তাবিত দিল্লি-বারাণসী হাই-স্পিড রেল করিডরের সঙ্গে এই বিমানবন্দর যুক্ত হয়ে একটি দ্রুত, মাল্টি-মোডাল সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
এছাড়া, এই বিমানবন্দরকে ঘিরে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে, নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডা অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়ছে বলেও জানান তিনি। বিমানবন্দরের কাছে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ক্লাস্টার গড়ে ওঠার কথাও উল্লেখ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যেমন এভিয়েশন ফুয়েল ফার্ম, ইন-ফ্লাইট কিচেন, মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল পরিষেবা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি এই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের হাবে পরিণত করবে।
তিনি আরও জানান, মাল্টি-মোডাল কার্গো হাব গড়ে ওঠায় স্থলবেষ্টিত উত্তরপ্রদেশের বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা দূর হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ আরও সহজ হবে।

জেওরে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী, এনসিআর-এ বিমান পরিকাঠামোয় বড় গতি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার উত্তরপ্রদেশের জেওরে নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এর উদ্বোধন করলেন। এর ফলে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর)-এর বিমান পরিকাঠামোয় নতুন অধ্যায় শুরু হল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরা একটি প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন।
প্রায় ১১,২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং শীঘ্রই পরিষেবা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, এই বিমানবন্দর এনসিআর-এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে উঠবে। এটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর পাশাপাশি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে কাজ করবে। দুই বিমানবন্দর মিলিয়ে একটি সমন্বিত এভিয়েশন নেটওয়ার্ক তৈরি হবে, যা যাত্রীচাপ কমাবে, পরিষেবার ক্ষমতা বাড়াবে এবং দিল্লি-এনসিআর-কে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করবে। দেশের বৃহত্তম গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্পগুলির অন্যতম এই বিমানবন্দর প্রথম পর্যায়ে বছরে প্রায় ১.২ কোটি যাত্রী পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা বাড়িয়ে বছরে ৭ কোটি যাত্রী পর্যন্ত করা যাবে।
এখানে ৩,৯০০ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি হয়েছে, যেখানে বড় আকারের বিমান ওঠানামা করতে পারবে। উন্নত নেভিগেশন ব্যবস্থা, ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম এবং আধুনিক এয়ারফিল্ড লাইটিংয়ের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা সব ধরনের আবহাওয়ায় বিমান পরিষেবা চালানো সম্ভব হবে।
এছাড়া রয়েছে মাল পরিবহণের জন্য আধুনিক মাল্টি-মোডাল কার্গো হাব, ইন্টিগ্রেটেড কার্গো টার্মিনাল এবং লজিস্টিক জোন। প্রাথমিকভাবে বছরে প্রায় ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা থাকলেও, তা বাড়িয়ে প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন করা যাবে। ৪০ একর জুড়ে একটি মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল সুবিধাও গড়ে তোলা হয়েছে।
পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই বিমানবন্দরকে 'নেট-জিরো এমিশন' প্রকল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর নকশায় ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছেঘাট ও হাভেলির আদলে স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছে।
উদ্বোধন উপলক্ষে এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। একাধিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

একদিনে ৫৪ লক্ষের বেশি এলপিজি রিফিল সরবরাহ, পেট্রোল-ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : দেশে একদিনে ৫৪ লক্ষের বেশি এলপিজি সিলিন্ডার রিফিল সরবরাহ করা হয়েছে এবং বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানাল কেন্দ্র সরকার।
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে কোথাও ঘাটতির খবর নেই। গতকাল অনলাইনে সিলিন্ডার বুকিংয়ের হার বেড়ে ৯১ শতাংশে পৌঁছেছে। ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে 'ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড' ব্যবহারের হারও বেড়েছেফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ যা ছিল ৫৩ শতাংশ, তা এখন ৮৪ শতাংশে পৌঁছেছে।
মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের সমস্ত রিফাইনারি উচ্চ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং অপরিশোধিত তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলেরও পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য পিএনজি ও সিএনজি-পরিবহণে ১০০ শতাংশ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রিড সংযুক্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গড়ে ৮০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে।
এলপিজি মজুত করে রাখা বা কালোবাজারি রুখতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ২,৯০০টি অভিযান চালিয়ে ১,৭০০টির বেশি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ৩৯০টিরও বেশি ডিস্ট্রিবিউটরকে শোকজ নোটিস দিয়েছে।সারা দেশের পেট্রোল পাম্পে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমিয়েছে।
কিছু জায়গায় গুজবের জেরে আতঙ্কে বেশি কেনাকাটার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। তবে সরকার স্পষ্ট করে বলেছে, দেশের সব পেট্রোল পাম্পেই পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শিমলার মন্দিরে রূপান্তরকামী সেজে টাকা তোলার অভিযোগ, বাংলাদেশি ছাত্রকে ঘিরে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (আইএএনএস): হিমাচল প্রদেশের শিমলা-য় এক বিদেশি ছাত্রকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, তিনি রূপান্তরকামী সেজে মন্দিরে ভক্তদের কাছ থেকে টাকা তুলছিলেন। ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠেছে।
পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে হিন্দু রক্ষা মঞ্চ জানিয়েছে, অভিযুক্ত সৈফদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি রূপান্তরকামীর বেশ ধারণ করে বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে নিজেকে বাংলাদেশি ছাত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ঘটনাটি গুরুত্ব পায় কারণ অভিযুক্ত বিদেশি নাগরিক। ভারতীয় জনতা পার্টি এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানিয়েছে। বিরোধী দলনেতা জয় রাম ঠাকুর বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে এটি "গুরুতর গোয়েন্দা ব্যর্থতা" হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সংবেদনশীল জায়গাগুলিতে নজরদারির ক্ষেত্রে কোথাও ঘাটতি রয়ে গেছে কি না। প্রয়োজনে বিষয়টি বিধানসভায় তোলা হবে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, শিমলার বিধায়ক হরিশ জনার্থা জানিয়েছেন, কোনও বিদেশি ছাত্র স্টাডি ভিসায় ভারতে এলে তাকে কঠোরভাবে ভিসার শর্ত মানতে হবে। তিনি বলেন, বিষয়টি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়েছে এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। অভিযুক্তের পরিচয়, ভিসার শর্ত এবং তাঁর কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে বিদেশি নাগরিকদের উপর নজরদারি, ধর্মীয় অনুভূতির সুরক্ষা এবং ভিসা বিধি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে রামনবমী মিছিল ঘিরে অশান্তি, গ্রেফতার ৩০

কলকাতা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে রামনবমী মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক। শুক্রবারের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখনও স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী-এর যৌথ তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা-ও রয়েছে।
এলাকায় এখনো টহল ও রুট মার্চ চালাচ্ছে সিএপিএফ। নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ডিজিপির কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাতভর টহল, দ্রুত গ্রেফতার এবং কড়া নজরদারির ফলে শনিবার সকাল থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। দোকানপাট খুলেছে এবং জনজীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের ব্যাপক বদলি ও দায়িত্ব পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের ফলে অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় বলেন, আগের বছরের তুলনায় এ বছর রামনবমীকে ঘিরে সহিংসতা কম হয়েছে, কারণ নির্বাচন কমিশন অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ আধিকারিকদের নিয়োগ করেছে।

বঙ্গ ভোটের আগে ৫ পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল ইসির

কলকাতা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শনিবার অন্য রাজ্য থেকে আসা পাঁচজন পুলিশ পর্যবেক্ষককে বদলি করা হয়েছে। বদলি হওয়া পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন বিহার ক্যাডারের আইপিএস অফিসার জয়ন্ত কান্ত, যিনি মালদহ জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে দায়িত্বে ছিলেন। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তোলে, তিনি এক বিজেপি নেত্রীর স্বামী। সেই লিখিত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরই তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। জয়ন্ত কান্তের জায়গায় একই বিহার ক্যাডারের আইপিএস অফিসার হৃদয় কান্তকে মালদহের ওই চার কেন্দ্রে নতুন পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
এছাড়া মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা আরও কয়েকজন পুলিশ পর্যবেক্ষককেও বদলি করা হয়েছে।
নির্বাচনের আগে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাধারণ পর্যবেক্ষক, পুলিশ পর্যবেক্ষক ও ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কমিশন। এবার রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি মোট ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যা পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক।উল্লেখ্য, আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যের ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোট হবে। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।ইসির এই বদলি ও স্থানান্তর সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রে হিমাংশু ভাউ গ্যাংয়ের দুই শ্যুটার গ্রেফতার, দিল্লি পুলিশের সাফল্য

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): দিল্লি পুলিশ-এর স্পেশাল সেলের কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মহারাষ্ট্র থেকে হিমাংশু ভাউ গ্যাংয়ের দুই শ্যুটারকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম লক্ষ্য ও নীরজ। তাঁদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-এর তরফেও খোঁজ চলছিল।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা দিল্লিতে একাধিক দুঃসাহসিক অপরাধে জড়িত ছিল, যার মধ্যে তোলাবাজি সংক্রান্ত গুলিচালনার ঘটনাও রয়েছে। এই হামলা কুখ্যাত গ্যাংস্টার হিমাংশু ভাউ-এর নির্দেশে চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।
দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই অভিযুক্তের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল দিল্লি পুলিশ। তাঁদের গ্রেফতারের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। বিশেষ নজরদারি ও সমন্বিত অভিযানের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির পাশাপাশি হরিয়ানার একটি খুনের মামলার সঙ্গেও লক্ষ্য ও নীরজের যোগ রয়েছে। তাঁদের গ্রেফতারিকে আন্তঃরাজ্য অপরাধচক্র ভাঙার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিদেশে বসে দেশজুড়ে অপরাধ চালানো চক্রগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং কোনও অপরাধীকেই আইনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে না। এর আগে, এই গ্যাংয়ের আরও দুই শার্পশুটারকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। জানুয়ারি মাসের ২২-২৩ তারিখ রাতে হরিয়ানার দিচাউ কালান রোডে এনকাউন্টার চলাকালীন ভিকি ওরফে 'মোগলি' এবং তার সহযোগী চন্দর ভানকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধেও খুন, খুনের চেষ্টা ও তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

নয়ডা বিমানবন্দর প্রকল্পে বাধা দিয়েছিল এসপি-কংগ্রেস, 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারেই সম্পূর্ণ: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়ডা, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেন, নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের কাজ তারা দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিল। জেওরে নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এর প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনের পর এক জনসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, "আগে সমাজবাদী পার্টি নয়ডাকে লুটপাটের এটিএমে পরিণত করেছিল। কিন্তু আজ বিজেপি সরকারের অধীনে একই নয়ডা উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের শক্তিশালী ইঞ্জিন হয়ে উঠছে।"
প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এই বিমানবন্দর 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের কাজের সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৩ সালে অটল বিহারি বাজপেয়ী-র সরকার এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছিল, কিন্তু বহু বছর তা বাস্তবায়িত হয়নি।
মোদি বলেন, "২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন এই প্রকল্প ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে ছিল। পরে কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরই প্রকল্পের শিলান্যাস, নির্মাণ এবং শেষ পর্যন্ত উদ্বোধন সম্ভব হয়েছে।"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সরকার থাকাকালীন প্রথম কয়েক বছরেও এই প্রকল্পে কাজ এগোতে দেওয়া হয়নি।
এছাড়া, 'নয়ডা জিঙ্কস' বা কুসংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আগে মুখ্যমন্ত্রীরা নয়ডা সফর এড়িয়ে চলতেন, কারণ ধারণা ছিল এতে রাজনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। "আমি তখনও বলেছিলাম, এই ভূমির আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছি, যা আমাকে দীর্ঘদিন মানুষের সেবা করার সুযোগ দেবে। আজ সেই জায়গাই বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত," বলেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এই বিমানবন্দর 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে।

আগর মালওয়ায় বাস উল্টে মৃত ১, আহত অন্তত ১৫

ভোপাল/আগর মালওয়া, ২৮ মার্চ(আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়া জেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
পুলিশ জানায়, সুসনের থেকে কুরাওয়ারগামী একটি বেসরকারি বাস বাড়াগাঁওয়ের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারানোর সময় রাস্তার ধারে মহিষ নিয়ে হাঁটছিলেন ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত ব্যক্তির নাম গোকুল সিং (৫৫)। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। আহতদের প্রথমে নালখেদা কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গুরুতর আহতদের আগর মালওয়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাসটিতে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং আহতদের বাস থেকে বের করে হাসপাতালে পাঠাতে সাহায্য করেন।
দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। যান্ত্রিক ত্রুটি, চালকের ভুল বা রাস্তার খারাপ অবস্থাএই সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে এবং বাসটিকে পরীক্ষা করার জন্য জব্দ করা হয়েছে।

আকাশে ইঞ্জিনে গোলযোগ, দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগো বিমানের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (আইএএনএস) : মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ইন্ডিগো-র একটি যাত্রীবাহী বিমানের জরুরি অবতরণ করানো হল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।
জানা গিয়েছে, বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লাগামী ৬ক্ক ৫৭৯ নম্বরের বিমানটির একটি ইঞ্জিন মাঝ আকাশে বিকল হয়ে যায় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এরপরই বিমানবন্দরে 'ফুল এমার্জেন্সি' ঘোষণা করা হয়।
নাগরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রে খবর, সকাল ১০টা ৩৯ মিনিট নাগাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং প্রায় ১০টা ৫৪ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে। রানওয়ে ২৮-এ অবতরণের আগে সমস্ত জরুরি পরিষেবাকে প্রস্তুত রাখা হয়।
বিমানে মোট ১৬১ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য ছিলেন। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন এবং কারও কোনও আঘাত লাগেনি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিমানটিরও কোনও ক্ষতি হয়নি।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, খবর পাওয়া মাত্রই দমকলের একাধিক ইঞ্জিন বিমানবন্দরে পৌঁছে যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানটি তুরস্কের একটি সংস্থা থেকে 'ওয়েট লিজ'-এ নেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিন বিকলের সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিমানটির বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ত্রুটি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে পাইলটরা জরুরি অবতরণের আবেদন করেন। বর্তমানে বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কৈলাসহরে পুলিশের ফ্ল্যাগ মার্চ

কৈলাসহর, ২৮ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন এডিসি এলাকায় শুরু হয়েছে পুলিশের ফ্ল্যাগ মার্চ।
গত ২৭ মার্চ, শুক্রবার রাতে কৈলাসহর থানার উদ্যোগে মহকুমার অন্তর্গত একাধিক এডিসি ভিলেজ এলাকায় এই ফ্ল্যাগ মার্চ পরিচালিত হয়। ফ্ল্যাগ মার্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর, কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক (আইপিএস) এ রাগুল, কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। কৈলাসহর গৌরনগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে ফ্ল্যাগ মার্চ শুরু হয়ে সিঙ্গিরবিল, মাইলং, গোলকপুর, জামতৈল বাড়ি সহ একাধিক এডিসি ভিলেজ এলাকায় তা পরিভ্রমণ করে।
ফ্ল্যাগ মার্চ চলাকালীন কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এ রাগুল জানান, নির্বাচনের আগে এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

কৈলাসহরে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে সহায়ক সামগ্রী বিতরণ, জয়পুরের সংস্থার উদ্যোগ

কৈলাসহর, ২৮ মার্চ : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর জেলা দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন কেন্দ্রে শনিবার দিব্যাঙ্গদের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগে অংশ নেয় জয়পুর থেকে আগত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শ্রী ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি'। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দিব্যাঙ্গদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ (হাত ও পা), ক্যালিপারসহ নানা ধরনের সহায়ক যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে ফিটিং ও বিতরণ করা হয়েছে। এই শিবিরে বহু উপকারভোগী উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করেন। সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, দিব্যাঙ্গদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর ও স্বনির্ভর করে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য।
উল্লেখ্য, এই সংস্থাটি গত ১০ দিন ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে একই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে তারা জানিয়েছে।

বিলোনিয়ায় প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী স্কুলের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী নেশা বিরোধী অভিযান শুরু

বিলোনিয়া, ২৮ মার্চ : প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে আজ শহরে সাত দিনব্যাপী নেশা বিরোধী অভিযানের শুভ সূচনা করা হয়েছে। বিলোনিয়া ১ নম্বর টিলা এলাকায় অবস্থিত ব্রহ্মাকুমারী কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ জেলা আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা, বিলোনিয়া শাখার সঞ্চালিকা ব্রহ্মা কুমারী তপা বেহেন জি এবং বাধারঘাট সেন্টারের সঞ্চালিকা গৌরি বেহেন জি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা নেশা বিরোধী সচেতনতার গুরুত্ব ও সমাজ থেকে নেশা নির্মূলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষভাবে যুব সমাজকে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক সংকট প্রকট, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি অতিথি অধ্যাপকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ : রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সংকট ক্রমেই উদ্বেগজনক আকার ধারণ করছে। রাজ্যে বর্তমানে ২৮টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, ৫টি পেশাগত কলেজ এবং ৭টি প্রযুক্তিগত কলেজ থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
সূত্রের খবর, ইউজিসি নির্ধারিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী রাজ্যে প্রায় ২,৪০০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৫০৭ জন স্থায়ী অধ্যাপক। ফলে অধিকাংশ কলেজেই তীব্র শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে এবং বিদ্যমান অধ্যাপকদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে পাঠদানের গুণগত মানের উপর।
এদিকে, রাজ্যে প্রায় ১,৭০০ জন নেট, স্লেট ও পিএইচডি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়োগ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি কলেজে কাজের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার। অন্যদিকে, অতিথি অধ্যাপকরা জানান, স্থায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের সঙ্গে তাদের আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে, যা অসন্তোষের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা অতিথি অধ্যাপক সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংগঠনের নেতৃত্বরা তিন দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলি হল, ইউজিসি নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন অতিথি অধ্যাপকদের স্থায়ীকরণ, ইউজিসি নির্দেশিকা অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা এবং সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে বয়সসীমা তুলে দেওয়া।
সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দ্রুত এই দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা, নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট

আগরতলা, ২৮ মার্চ : কুমারঘাট আরডি অফিস সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শুভাশিস দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়।
জানা যায়, সুযোগ বুঝে চোরেরা বাড়িতে প্রবেশ করে মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
উল্লেখ্য, কুমারঘাট মহকুমায় সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। এর ফলে জনমনে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানা গেছে।

কমলপুরে নৃশংসতা : ১২ বছরের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার পিতা

কমলপুর, ২৮ মার্চ : সালেমা থানাধীন ভাতখাওড়ি গ্রামে নিজের ১২ বছরের নাবালিকা কন্যাকে একাধিকবার ধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত পিতাকে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করেছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় পাঁচ মাস আগে ধর্ষণে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির স্ত্রী কাজের উদ্দেশ্যে বেঙ্গালুরু যান এবং ছেলে-মেয়েকে স্বামীর কাছে রেখে যান। এই সুযোগে অভিযুক্ত নিজের নাবালিকা কন্যাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। সম্প্রতি স্ত্রী বাড়ি ফিরে আসার পর মেয়েটির পায়ে অস্ত্রোপচারের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে থাকাকালীন মেয়েটি মাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে।
শুক্রবার রাতে স্ত্রী নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে সালেমা থানায় উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

খোদ আগরতলায় বনদস্যুদের সাম্রাজ্য ! বিশেষ অভিযানে উদ্ধার অবৈধ কাঠ, বাজেয়াপ্ত গাড়ি ও মেশিন

আগরতলা, ২৮ মার্চ: আগরতলায় বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সদর ফরেস্ট ইউনিট আনন্দনগর ৯ নম্বর পাড়ার একটি রাবার বাগান এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়।
অভিযান চলাকালীন বন দপ্তরের কর্মীরা বিপুল পরিমাণ অবৈধভাবে মজুত রাখা কাঠের লগ উদ্ধার করেন। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে একটি গাড়ি এবং কাঠ কাটার মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উদ্ধার করা কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিকে, শহরের মধ্যে এভাবে অবৈধ কাঠ মজুতের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

২৪ রাইমাভ্যালীতে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন, বিশাল র‍্যালি সংগঠিত

গন্ডাছড়া, ২৮ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ২৪ নং রাইমাভ্যালী কেন্দ্রে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন আজ নারায়ণপুর বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ধলাই জেলা সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, রাইমাভ্যালী মণ্ডল সভাপতি ধন্য মানিক ত্রিপুরা, প্রার্থী সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
কার্যালয় উদ্বোধনের পর প্রার্থীর সমর্থনে নারায়ণপুর বাজার এলাকায় এক বিশাল র‍্যালি সংগঠিত হয়। নবনির্মিত নির্বাচনী কার্যালয় থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে বাজার এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মধ্য বাজারে গিয়ে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়, যা এলাকায় নির্বাচনী আবহকে আরও উজ্জীবিত করে তোলে।
র‍্যালি শেষে মধ্য বাজারে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা কেন্দ্র, রাজ্য এবং এডিসিতে বিজেপি সরকার গঠনের লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছে পদ্ম চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, জেলা সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, মণ্ডল সভাপতি ধন্য মানিক ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক আদিত্য সরকার, মদন বিকাশ চাকমা সহ বহু নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মান্দাই নগর-পুলিনপুর কেন্দ্রে বিজেপির প্রচারে জোর, তিপ্রা মথা ছেড়ে ১৫ জনের যোগদান

আগরতলা, ২৮ মার্চ: এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে জোরকদমে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার। বিজেপি, তিপ্রা মথা ও সিপিআই(এম) সহ সব দলই বাড়ি বাড়ি প্রচার, মিছিল ও সভার মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।
এরই অংশ হিসেবে এডিসির ১৬ নম্বর মান্দাই নগর-পুলিনপুর কেন্দ্রের ভৃগুদাস ভিলেজের ধূমকেই এলাকায় বিজেপি প্রার্থী রাজেশ দেববর্মার সমর্থনে জোরদার প্রচার চালানো হয়। এদিন প্রার্থীর বাড়িতে এসে প্রায় ১৫ জন ভোটার তিপ্রা মথা দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।
পরে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা নিজ কেন্দ্রের ভৃগুদাস, কলাবাগানসহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের নেতৃত্ব দাবি করেন, জনজাতি জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন শুধুমাত্র বিজেপির হাতেই সম্ভবএ কথা মানুষ বুঝতে পেরেছেন বলেই ক্রমশই বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপিই সরকার গঠন করবে বলেও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তারা।

এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার, রোডমার্চে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী

আগরতলা, ২৮ মার্চ: এডিসি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে রোডমার্চ। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
শনিবার ২৬ বীরচন্দ্র কলসী এবং ২২ কাঁঠালিয়া মির্জা কেন্দ্র এলাকায় পুলিশ এবং টিএসআর-এর ৯ ও ১৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের যৌথ উদ্যোগে এই রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। রোডমার্চ চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় টহল দিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন।
এদিনের রোডমার্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক (ডিএম), পুলিশ সুপার (এসপি), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি), টিএসআর নবম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমার এসডিপিও।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে ও চলাকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের টহল ও রোডমার্চ অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে।

বিলোনিয়ায় অভিযান: মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী ও প্লাস্টিক পলিব্যাগ জব্দ, ব্যবসায়ীদের জরিমানা

বিলোনিয়া, ২৮ মার্চ : বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকা এবং উত্তর চন্দ্র ভারত এলাকায় প্রশাসনের অভিযান চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে নষ্ট করা হয়েছে।
অভিযান চলাকালীন প্রায় ৬০ কেজি প্লাস্টিক পলিব্যাগও জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার চালানো হয়েছে।
বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদারভাবে পরিচালিত হবে। অভিযানের সময় মোট ৭ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষকেও আবেদন জানানো হয়েছে যেন কেউ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার না করে এবং পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।
আজকের অভিযানের নেতৃত্ব দেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক অফিসের ডি.সি.এম সঞ্জয় শীল। এছাড়াও আরক্ষা প্রশাসনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রচারে জোরদার আমরা বাঙালী দল

ধর্মনগর, ২৮ মার্চ : ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। শনিবার আমরা বাঙালী দলের মনোনীত প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাসের সমর্থনে ধর্মনগর শহরে এক বিশাল পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
দলের রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে। প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে কর্মী-সমর্থকরা শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। মিছিলজুড়ে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর এলাকা।
শহর পরিক্রমা শেষে মিছিলটি পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এসে শেষ হয়, যেখানে আয়োজিত হয় এক জনবহুল পথসভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বাঙালীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবি তোলেন। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগরের মানুষ বঞ্চিত বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।
আগামী ৯ এপ্রিলের উপনির্বাচনে 'পালতোলা নৌকা' প্রতীকে ভোট দিয়ে প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাসকে জয়ী করার আহ্বান জানান দলীয় নেতৃত্ব। এখন দেখার, ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে রায় দেন।

এডিসি নির্বাচনের আগে

● প্রথম পাতার পর
প্রদান করেন।প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভোটের সময় সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোনোরকম সহিংসতা এড়ানোই এ ধরনের উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর
বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও যৌন নিগ্রহের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই মামলার নম্বর ০৫/২০২৬ (খোয়াই)। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩-এর ৩২৯(৩), ৭৪, ৬৪, ৬২ এবং ১১৫(২) ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাকরি দেওয়ার নামে লাখ

● প্রথম পাতার পর
হয়। তার কাছ থেকে একাধিক নথি ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের মোবাইল ফোনে তল্লাশি চালিয়ে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, একই কায়দায় বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সে। বিভিন্ন জায়গায় চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
পুলিশের অনুমান, এই প্রতারণা চক্র আরও বড় হতে পারে এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রের হদিস পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি

● প্রথম পাতার পর
অনুমোদন করেছে। পাশাপাশি কেভিআইসি-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর (মুম্বই) থেকে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পাঠানো হচ্ছে।
টিপিসিসির দাবি, নির্বাচনকালীন সময়ে এভাবে অর্থ প্রদান সুশাসনের উদাহরণ নয়, বরং এটি নির্বাচনী আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই অবিলম্বে এই অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। স্মারকলিপির শেষে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন টিপিসিসি সভাপতি অশীষ কুমার সাহা।

কৈলাসহরে বিসর্জন শেষে ভায়াবহ

● প্রথম পাতার পর
অনিমেষ সিনহা ও টুটন চৌধুরী। এদের মধ্যে অনিমেষ সিনহা ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল এবং বাকি দুইজন পেশায় ঠিকাদার।
প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৈলাসহরের কীর্তনথলী গ্রামের মানুষ বাসন্তী পুজোয় ব্রতী হন। শনিবার, ২৮ মার্চ ছিল দশমী। বিকেলে মনু নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যান গ্রামবাসীরা। বিসর্জন শেষে প্রায় ১২টি ইলেকট্রিক অটো ও বহু বাইকে করে তারা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় কামরাঙ্গা বাড়ি এলাকায় পৌঁছতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি মালবাহী বলেরো হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক অটোতে সজোরে ধাক্কা মারে।
সংঘর্ষের ফলে অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা তিন যুবক ছিটকে পড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। প্রত্যেকের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং বুকে, পিঠে ও পেটে চোট পান। রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ইলেকট্রিক অটোটি ট্রাফিক নিয়ম মেনে ধীরে চলছিল। কিন্তু মালবাহী বলেরোটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও বেপরোয়া ভাবে লেন পরিবর্তন করে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পরই বলেরোর চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারের নেতৃত্বে পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে অভিযোগ, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি চালবর্তি বলেরো গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মালামাল লুট করে নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে

● প্রথম পাতার পর
মাস ধরে সেকেরকোট সুভাষ কলোনি এলাকায় ভাড়াবাড়িতে স্ত্রী সুপর্ণা দাস ও তাদের দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন সুজিত সরকার। তাদের সংসার স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। পরিবারের দুই সন্তান, একজনের বয়স প্রায় আড়াই বছর এবং অন্যজনের বয়স পাঁচ বছর।
গত ১৪ মার্চ কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে সুজিত সরকার দেখেন, তার স্ত্রী বাড়িতে নেই। ঘরের ভিতরে দুই শিশু সন্তান কান্নারত অবস্থায় ছিল। এরপর তিনি আশপাশ এলাকা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের কাছে খোঁজাখুঁজি করেও স্ত্রীর কোনও সন্ধান পাননি। এরপর থেকেই নিখোঁজ রয়েছেন সুপর্ণা দাস।
বর্তমানে দুই ছোট সন্তানকে নিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন সুজিত সরকার। সন্তানদের দেখাশোনার কারণে তিনি নিয়মিত কাজেও যেতে পারছেন না। মায়ের জন্য শিশু দু'টি সারাক্ষণ কান্নাকাটি করছে বলে জানা গেছে।
এদিকে, স্ত্রীর সন্ধান না মেলায় ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি নিজের বাড়ি চেছুড়িমাই এলাকায় ফিরে আসেন। অসহায় স্বামী প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।
এই ঘটনাকে ঘিরে সেকেরকোট সুভাষ কলোনি ও বিশ্রামগঞ্জ চেছুড়িমাই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অঙ্গন

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে শীর্ষে শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮শে মার্চ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্লাব টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের উদ্বোধনী দিনেই বড় জয় তুলে নিল শতদল সংঘ। এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শক্তিশালী স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচ শেষে ২২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বরে উঠে এল শতদল।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। কিন্তু শতদলের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ৩৮ ওভারের আগেই মাত্র ১৯৩ রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন কৌশল আচার্য। এছাড়া সপ্তজিৎ দাস করেন ৫৬ রান। শতদলের পক্ষে ভিকি সাহা এবং নিরঙ্কর শর্মা ৩টি করে উইকেট দখল করেন। অর্জুন দেবনাথ নেন ২টি উইকেট। বৃষ্টির কারণে ম্যাচের পরিধি কমিয়ে ২৮ ওভার করা হয় এবং জয়ের জন্য শতদলের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৩৭ রান (ভিজেডি পদ্ধতিতে)।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শতদলের ওপেনাররা শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাটিং করেন। তন্ময় ঘোষ ৪৫ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে সাজঘরে ফিরলেও জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন দীপজয় দেব এবং ওঙ্কার যাদব। দীপজয় ৫১ বলে ৪৭ এবং ওঙ্কার ২৯ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন। ২০.৪ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শতদল। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে একমাত্র উইকেটটি নেন সন্দীপ সরকার। দুর্দান্ত বোলিং স্পেলের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন ভিকি সাহা। এবারের টুর্নামেন্টে শতদল সংঘের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ৯১ রানে হারানোর পর একে একে তারা বড় ব্যবধানে হারায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব (১২৭ রান) এবং সংহতি ক্লাবকে (১৭২ রান)। ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হলেও, শেষ দুই ম্যাচে জেসিসি এবং পুনরায় স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে ৫টি জয় ও ১টি ড্র নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বিরাজ করছে তারা।

আইপিএলে প্রথম দু'সপ্তাহ নেই ধোনি, শুরুতেই ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস

আইপিএলের শুরুতেই ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস। সম্ভবত প্রতিযোগিতার প্রথম দু'সপ্তাহ খেলতে পারবেন না মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তাঁর চোটের কথা আইপিএল শুরুর দিন সকালে সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। ধোনি কাফ মাসলে (পায়ের পেশি) চোট পেয়েছেন। চোট সারলেও খেলার মতো অবস্থায় নেই। অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার এখন রিহ্যাব করছেন। মনে করা হচ্ছে, সম্পূর্ণ ফিট হতে তাঁর দু'সপ্তাহ মতো সময় লাগতে পারে। আগামী ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ পর্যন্ত তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। সে ক্ষেত্রে প্রথম চারটি ম্যাচে ধোনিকে পাবে না চেন্নাই। নতুন কোনও সমস্যা না হলে আগামী ১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম মাঠে নামতে পারেন সিএসকের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর চোট নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না স্টিফেন ফ্লেমিংয়েরা। ধোনি খেলতে না পারলেও চেন্নাইয়ের বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ এ বারই সিএসকে কর্তৃপক্ষ দলে নিয়েছেন সঞ্জু স্যামসনকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ধোনির অভাব পূরণ করতে পারেন। ধোনির অনুপস্থিতি রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দলের শক্তি বা ভারসাম্যের উপর প্রভাব না ফেললেও হতাশ হতে পারেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মূলত ধোনির জন্যই সারা দেশে সিএসকের জনপ্রিয়তা।

ধোনিকে এ বার চেন্নাই কী ভাবে ব্যবহার করবে, তা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই জল্পনা চলছে। একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার ৪৪ বছরের ধোনিকে চেন্নাইয়ের প্রথম একাদশে না-রাখার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কারণ গত দু'মরসুম ধোনিকে চেনা ফর্মে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাটিংয়ের ধার কমে গিয়েছে। শেষ দিকে নেমে দ্রুত রান তুলতে পারছেন না। ব্যাটিং অর্ডারের নীচে নামিয়ে নামিয়ে তাঁকে প্রায় লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে। কমেছে খুচরো রান নেওয়ার গতি। উইকেটরক্ষার রিফ্লেক্সও অনেক কমেছে আগের তুলনায়। তাঁর অবসর নিয়েও নানা জল্পনা চলছে। যদিও ধোনি নিজে এ নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি। এ বারের আইপিএলে চেন্নাইয়ের প্রথম ম্যাচ ৩০ মার্চ রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৩ এপ্রিল পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। চেন্নাইয়ের তৃতীয় প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচ ৫ এপ্রিল। চেন্নাইয়ের চতুর্থ ম্যাচ ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে।

কাজল মেমোরিয়াল ফুটবলে মধুবন ডুকলি ও কাতলামাড়া স্কুলের দাপুটে জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮শে মার্চ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন জমে উঠেছে। প্রতিযোগিতার চতুর্থ দিনে আজ দুটি ম্যাচই ছিল একপেশে। গ্রুপ "ডি" এবং গ্রুপ "এ"-র এই লড়াইয়ে যথাক্রমে জয় তুলে নিয়েছে মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টার এবং কাতলামাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। দুটি দলই ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট অভিযান শুরু করল।

দুপুর ২টোয় শুরু হওয়া দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল গ্রুপ "ডি"-র দুই দল মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টার এবং এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। খেলার শুরু থেকেই মধুবন ডুকলি আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। খেলার ১৬ মিনিটের মাথায় অরবিন সাংমার গোলে লিড নেয় মধুবন (১-০)। এরপর শুরু হয় জোসেপ মারাকের দাপট। ২৭ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করে ব্যবধান বাড়ান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও সেই একই মেজাজে দেখা যায় তাকে। ৪৪ মিনিটের মাথায় ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করে এডি নগর স্কুলের জয়ের সব আশা শেষ করে দেন জোসেপ। শেষ পর্যন্ত ৩-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মধুবন ডুকলি।বিকেল ৩:৩০ মিনিটে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে গ্রুপ "এ"-র লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল কাতলামাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং আগরতলা ডন বস্কো স্কুল। এই ম্যাচেও কাতলামাড়ার ফুটবলারদের গতির কাছে পরাস্ত হতে হয় ডন বস্কোকে। ম্যাচের ১৩ মিনিটের মাথায় আকাশ দেববর্মার গোলে এগিয়ে যায় কাতলামাড়া। এরপর ২৮ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন সানু দেববর্মা। ডন বস্কো গোল শোধের চেষ্টা করলেও কাতলামাড়ার রক্ষণভাগে ফাটল ধরাতে পারেনি। উল্টে ম্যাচের ৫২ মিনিটে (দ্বিতীয়ার্ধে) রহিম মুণ্ডা আরও একটি গোল করলে কাতলামাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে। গত ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে নবীন ফুটবলারদের এই পারফরম্যান্স ফুটবল প্রেমীদের নজর কাড়ছে। আগামীকালের ম্যাচগুলোতেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন ক্রীড়ানুরাগীরা।

বিক্রমের সেঞ্চুরি ও শ্রীদামের বোলিং দাপট সংহতিকে বিধ্বস্ত করলো ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮শে মার্চ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের শুরুতেই দাপুটে জয় তুলে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। শনিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা সংহতি ক্লাবকে ২৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। দলের এই বিশাল জয়ের কারিগর অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাস, যিনি ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করার পর বল হাতেও সাফল্য পেয়েছেন।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৬০ রানের পাহাড় গড়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব। ওপেনার বিক্রম কুমার দাস মাত্র ৯৮ বলে ১২৬ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ১১টি চার ও ৩টি ছক্কার মার। বিক্রম ছাড়াও আনন্দ ভৌমিক (৭১), সেন্টু সরকার (৭০) এবং বিশাল ঘোষের (৪৮) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে রানের পাহাড় গড়ে তারা। সংহতি ক্লাবের পক্ষে প্রতিকূল সেন ৩টি এবং অনিরুদ্ধ দাস ১টি উইকেট পান। মাঝপথে বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি পুনরায় ৪২ ওভার থেকে কমিয়ে ৪০ ওভারে আনা হয় এবং ভিজেডি পদ্ধতিতে সংহতির সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৩৪৪ রান। কিন্তু বিশাল রানের চাপে শুরু থেকেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সংহতির ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ২৫.৩ ওভারে ৮৩ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে সায়ন সাহা সর্বোচ্চ ২২ রান করেন। ব্লাড মাউথের পক্ষে শ্রীদাম পাল মাত্র ২.৩ ওভারে ৫ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া দীপ্তনু চক্রবর্তী ২টি এবং বিক্রম কুমার দাস ১টি উইকেট নেন।

এদিনের ম্যাচটি ছিল টুর্নামেন্টে ব্লাড মাউথের ষষ্ঠ ম্যাচ। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচ শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শক্তিশালী অবস্থানে উঠে এল তারা। এ পর্যন্ত খেলা ৬টি ম্যাচের মধ্যে এটি তাদের চতুর্থ জয়। এর আগে হার্ভে ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ এবং সংহতিকে তারা হারালেও জেসিসির কাছে ১ উইকেটে হার মানতে হয়েছিল। শতদল সংঘের বিরুদ্ধে তাদের চতুর্থ ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য বিক্রম কুমার দাসকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঘোষণা করা হয়।

ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধির দাবি

এই মুহূর্তে আইপিএলের বাজারদর ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। বিশ্বের ক্রীড়া লিগগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচে রয়েছে এই প্রতিযোগিতা। সেই লিগের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার মাত্র ২৭ কোটি টাকা পান, এটা বিশ্বাসই করতে পারছেন না অভিনব মুকুন্দ। তাঁর দাবি, আইপিএলের ক্রিকেটারদের বেতন আরও অনেকটা বাড়ানো দরকার। দূরদর্শনের এক ক্রিকেট অনুষ্ঠানে এসে মুকুন্দ বলেছেন, "আমার মনে হয় আইপিএলের ক্রিকেটারেরা অনেক কম টাকা পায়। কিন্তু আইপিএলের বাজারদর অনেক বেশি। আপনি বিশ্বের বাকি লিগ এবং তার সঙ্গে জড়িত অর্থনীতির দিকে তাকান। বেসবল, ফর্মুলা ওয়ানে যারা খেলে তাদের দিকে খেয়াল করুন। ওখানে ২০ বা ২৫ কোটি কোনও ব্যাপারই নয়।" মুকুন্দের সংযোজন, "আপনি যদি দাবি করেন আইপিএল বিশ্বের প্রথম চার-পাঁচটি লিগের মধ্যে পড়ে, তা হলে খেলোয়াড়দের প্রাপ্য অর্থও প্রথম চার-পাঁচের মধ্যেই থাকতে হবে। সেখানে তো কেউ প্রথম ১০ বা ২০-র মধ্যেও নেই। যদিও বা কোনও ক্রিকেটার প্রথম দশে থাকে, তা হলে সেটা অন্য জায়গা থেকে পাওয়া অর্থের নিরিখে। আইপিএলের বেতনের নিরিখে নয়। তাই ক্রিকেটারদের বেতনের কোনও সীমা থাকা উচিত নয়। ওদের আরও বেশি টাকা পাওয়া উচিত।" অতীতে চেন্নাই, বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছেন মুকুন্দ। ধোনি, বিরাট কোহলি দু'জনকেই সতীর্থ হিসাবে পেয়েছেন। এই দুই দলেরই জনপ্রিয়তা প্রচুর। মুকুন্দের মতে, আইপিএলের দলগুলি প্রতি বছর অনেক অর্থ পায়। সেই তুলনায় ক্রিকেটারদের প্রতি খরচ যৎসামান্য। মুকুন্দ বলেছেন, "প্রতি বছর আইপিএলের দলগুলো ৪০০-৫০০ কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু ক্রিকেটারদের পিছনে খরচ করে মাত্র ১০০-১২০ কোটি। সেই খরচ বাড়ানো দরকার। হয়তো ২০০-২৫০ কোটি হতে পারে।"

কুরাস ইভেন্টে সিনিয়র বিভাগে রাজ্যের হয়ে প্রথম পদক অর্জন করলো অনিতা ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। ২৭ থেকে ২৯ মার্চ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ইনডোর শহরে মা কানকেশ্বরি দেবী বিদ্যালয় স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৫ তম সিনিয়র ন্যাশনাল কুরাস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দিনে ৪৪ কেজি বিভাগে 'ব্রোঞ্জ মেডেল' অর্জন করে রাজ্যের মেয়ে অনিতা ত্রিপুরা। কুরাশ ইভেন্টে এর পূর্বে সিনিয়র বিভাগে কেউ পদক অর্জন করতে পারেনি। অনিতা প্রথম এই রেকর্ড গড়লো রাজ্যের হয়ে।

অনিতার বাড়ি আমবাসা ফরেস্ট কোয়াটার সংলগ্ন ধলাই জেলা ত্রিপুরা এবং অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে অনিতা। ত্রিপুরা রাজ্যের কুরাস ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কেউ সিনিয়র ন্যাশনাল গেমস এর মত এত বড় প্রতিযোগিতায় কেউ মেডেল পায়নি। এই প্রথম অনিতা ত্রিপুরার হাত ধরে ব্রোঞ্জ মেডেল এসেছে ত্রিপুরাতে এবং এই অনিতা ত্রিপুরা স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত উত্তরপ্রদেশে সাহারানপুরে সিলভার মেডেল অর্জন করেছিল।পাঞ্জাব, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এর সাথে লড়াই করে অনিতা ত্রিপুরার এই সাফল্য আসে।

অনিতা ত্রিপুরার এই সাফল্যের জন্য তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা রাজ্য কুরাস এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, ত্রিপুরা রাজ্য কুরাস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা , ত্রিপুরা রাজ্য কুরাস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য রাহুল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন আরও কিছু মেডেল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরার ক্রীড়া প্রেমীরা বলছেন এই কুরাস খেলাটি যেভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার, ক্রীড়া দপ্তর ও ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল যদি ভালো করে নজর দেয় এই ইভেন্টে তাহলে এই খেলাটি আগামী দিনে আরও অনেক বেশি মেডেল এনে দেবে রাজ্যকে। আন্তর্জাতিক স্তরে খেলোয়ার বেরিয়ে আসবে এবং এই কুরাস খেলাটির জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল উদ্যোগ নিতে হবে। আরও কিছু কোচিং সেন্টার খোলার জন্য ও খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য।

ORDER

WHEREAS, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj Tripura am satisfied that it is necessary to get all the licensed fire-arms and ammunitions within the jurisdiction of Sepahijala District, Bishramganj Tripura deposited into safe custody to prevent pre poll and post poll violence during the process of ensuing General Election Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC), 2026.
NOW, THEREFORE, in exercise of power conferred upon me in the Arms Act. 1959, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj Tripura hereby order that all category of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensee shall be deposited to the respective Police Station in Sepahijala District, Bishramganj Tripura by 30th March, 2026, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act. 1959.
Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act. 1959.
The order shall be applicable till the Election process is over This order shall not be applicable to the Police personnel, CPMF, Armed Forces, Armed Forest Guards, Bank Guards on duty

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR,
SEPAHIJALA DISTRICT,
BISHRAMGANJ.

ICA/D-2203/26

NOTIFICATION

WHEREAS, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate, West Tripura District am satisfied that it is necessary, to get all the licensed fire-arms and ammunitions within the jurisdiction of entire West Tripura District deposited into safe custody to prevent pre poll, poll and post poll violence during the process of ensuing General Election to TTAADC-2026.
NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me under the Arms Act, 1959, I Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate, West Tripura District hereby order that all category of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensee under West Tripura District shall be deposited to the respective Police Station of the particular area except licensed guns of security guards deployed in the Banks under West Tripura District latest by 30th March, 2026 unless exempted by the undersigned in writing, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act, 1959.
Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act. 1959.
This order shall be applicable till the completion of election process of General Election to TTAADC-2026.

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
District Magistrate & Collector
West Tripura District

ICA/D-2204/26

পারভেজ সুলতানের স্পিন ম্যাজিক হার্ভেকে উড়িয়ে জয়ে ফিরলো জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮শে মার্চ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের প্রথম দিনে দাপুটে জয় তুলে নিল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি)। পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল তারা। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পারভেজ সুলতান।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি বোলারদের তোপের মুখে পড়ে হার্ভে ক্লাব। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি শুরুতে ৩৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। ৩৪.২ ওভারে মাত্র ১৩২ রানেই গুটিয়ে যায় হার্ভের ইনিংস। দলের পক্ষে সন্দীপ সরোজ ৮৪ বলে ৬২ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হন। অনুরাগের ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। জয়নগরের হয়ে পারভেজ সুলতান মাত্র ২০ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। এছাড়া ধনঞ্জয় যাদব ২টি এবং সানি সিং ১টি উইকেট নেন।

পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার আরও কমিয়ে ২৩ করা হয় এবং ভিজেডি পদ্ধতিতে জয়নগরের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৮১ রান। রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৩.২ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় জেসিসি। ওপেনার উইলফ্রেড বেং ২৪ রান করে আউট হলেও দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন ঋতুরাজ ঘোষ রায় (২৪*) এবং দুর্লভ রায় (২০*)। হার্ভে ক্লাবের পক্ষে অধিনায়ক সাহিল সুলতান ও রানা দত্ত ১টি করে উইকেট পান। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচ শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের উপরের সারিতে নিজেদের জায়গা ধরে রাখল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। টুর্নামেন্টে এটি তাদের চতুর্থ জয়। এর আগে সংহতি ক্লাব, হার্ভে ক্লাব এবং ব্লাড মাউথকে হারালেও গত ম্যাচে শতদল সংঘের কাছে ৩ উইকেটে হারতে হয়েছিল তাদের। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছিল। ৪ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া পারভেজ সুলতান পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আর্জেন্টিনাকে শেষ মুহূর্তে 'ধাক্কা' মৌরিতানিয়ার

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবে। দুই দল মাঠে। বদলি নামতে টাচলাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে চার খেলোয়াড়। এক পাশে লিওনেল মেসি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো ও রদ্রিগো দি পল।

অন্য পাশে পাপা ইয়াদে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক; মৌরিতানিয়ার উইঙ্গার, খেলেন মলদোভান লিগের দল শেরিফ তিরাসপোলে। অন্য তিনজনের নাম-পরিচয় নিশ্চয়ই বলতে হবে না! ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় ও ১১৫তম মুখোমুখি হলে শক্তির অসম লড়াইটা দেখতে কেমন লাগে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল বদলির ওই মুহূর্ত।

স্কোরলাইনে পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল তার আগেই, ১৭ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজ ও ৩২ মিনিটে নিকো পাজের গোলে। তাতে লা বোমবোনেরা স্টেডিয়ামের দর্শকদের খুব তৃপ্ত হওয়ার কথা নয়। বিরতির পর মেসি-দি পলরা কেন গোল পেলেন না, সেই প্রশ্ন তো অবধারিত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যোগ করা সময়ে (৯৪ মিনিট) শেষ বাঁশি বাজার আগে গোল হজম করেছে আর্জেন্টিনা! শেষ মুহূর্তে মৌরিতানিয়ার ওই 'ধাক্কা'য় ২-১ গোলের জয়টা আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির কাছে খুব একটা মধুর লাগবে না হয়তো। তবে মৌরিতানিয়ার ডিফেন্ডার জর্ডান লেফোর্ট এই ম্যাচ কখনো ভুলবেন না। মৌরিতানিয়ার হয়ে অভিষেকেই গোল পেলেন, সেটাও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে। দলীয় আক্রমণে আর্জেন্টিনার বক্সে জটলার ভেতর থেকে নেওয়া শটে গোল করেন লেফোর্ট।

মেসি ও দি পলের বেঞ্চে বসানোর ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন স্কালোনি। একাদশে তাঁদের অনুপস্থিতিটা তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং বেঞ্চে বসে প্রথমার্ধে ফার্নান্দেজদের খেলা উপভোগ করেছেন দুজন।

১৭ মিনিটে নাহুয়েল মলিনার ক্রসে ফার্নান্দেজের গোলের চেয়ে ৩২ মিনিটে ফ্রি—কিকে নিকো পাজের গোলে মেসির আনন্দটা বেশি বোঝা গেল। করতালির সঙ্গে দি পলকে কিছু একটা বললেন। সামনে বিশ্বকাপের দল গড়া হবে। মানবদেয়াল ফাঁকি দিয়ে নিচু শটে করা গোলে সেই দৌড়ে আরেকটু এগোলেন নিকো। তবে গোলটি তাঁর কাছে অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোল বলে কথা! মেসি মাঠে নামার কিছুক্ষণ পরই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। ডান দিক থেকে কাট ইন করে ভেতরে ঢুকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটসেই চেনা মুভ, কিন্তু পোস্টে রাখতে পারেননি। ছোটখাটো আরও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার-থিয়াগো আলমাদারা। কিন্তু আর্জেন্টিনার গোল করায় যে একটু অরুচি ধরেছিল, সেটা বুঝিয়ে দেয় মৌরিতানিয়ার পোস্টে মাত্র ৪টি শট রাখতে পারার পরিসংখ্যান। মৌরিতানিয়া এ জায়গায় সমান। তাঁরাও ৪টি শট রাখতে পেরেছে আর্জেন্টিনার পোস্টে। শেষ দিকে দুটি ভালো সুযোগও পেয়েছিল গোলের।

৮৯ মিনিটে মৌরিতানিয়া ফরোয়ার্ড সৌউলেমান অ্যানের বক্সের ভেতর থেকে জোরালো শট সেভ করেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ৭৪ মিনিটে তাঁদের মিডফিল্ডার মাতা মাগাসার বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া কোনাকুনি শট ডান পোস্টের কাছ ঘেঁষে যায়। প্রীতি ম্যাচ ও চোটের বিষয়টি মাথায় থাকায় সম্ভবত আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের খেলায় তেমন একটা ধার দেখা গেল না। বিশ্বকাপের আগে চোটমুক্ত থাকতে চায় সব দলই। আগামী ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় ভোরে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

খেলোয়াড়দের বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ কড়া অবস্থানে টিএফএ-র টুর্নামেন্ট কমিটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। কাজল স্মৃতি অনূর্ধ-১৪ বয়সভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের বয়স জালিয়াতি বা "এজ ফ্রড" রুখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল টুর্নামেন্ট কমিটি। টুর্নামেন্ট চলাকালীন বেশ কিছু দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিয়ে অভিযোগ ওঠায় আজ কমিটির অফিসকক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় অভিযুক্ত খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট দলগুলোর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও তিনি জানিয়েছেন। যে সমস্ত খেলোয়াড়দের বয়স মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে ১৪ বছরের বেশি প্রমাণিত হয়েছে, তারা চলতি টুর্নামেন্টের আর কোনও ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট দলের যে সমস্ত ম্যাচে বয়স ভাঁড়িয়ে খেলোয়াড় খেলানো হয়েছে, সেই ম্যাচের ফলাফল বাতিল করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ দলকে বিগত ম্যাচগুলোতে ৩ এবং ২ গোল প্রদান করে জয়ী ঘোষণা করা হবে। টুর্নামেন্টের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে এবং জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের মেডিকেল টেস্টের যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে।

টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা ও নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান অমিত দেব। কমিটির এই সিদ্ধান্তকে ক্রীড়ামহল সাধুবাদ জানিয়েছে, কারণ এর ফলে আগামী দিনে তৃণমূল স্তরের ফুটবলে বয়স ভাঁড়ানোর প্রবণতা কমবে এবং প্রকৃত প্রতিভারা এগিয়ে আসার সুযোগ পাবে।

শনিবারের তোলা ছবি। শোহাগের রক্ষায় সিঁদুর খেলা...

পানীয় জলের তীব্র সংকটে আশারামবাড়ী থানা বস্তি, ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা

খোয়াই, ২৮ মার্চ: পানীয় জলের নির্ভরযোগ্য উৎস থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত আশারামবাড়ী বাজার সংলগ্ন থানা বস্তি এলাকার বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর কুয়ার জলের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নতুন নয়। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও রাজনৈতিক নেতৃত্বদের জানানো হলেও বাস্তবে কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্তমানে কুয়ার জলই একমাত্র ভরসা হলেও শুকনো মরসুমে সেই কুয়াও প্রায় শুকিয়ে যায়, ফলে সমস্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

এলাকায় 'জল জীবন মিশন'-এর আওতায় একটি প্রকল্প থাকলেও সঠিক পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প তৈরি হলেও নিয়মিত জল সরবরাহ হয় না। এমনকি জল দেওয়া হলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য বলে অভিযোগ করেছেন বিশেষ করে এলাকার মহিলারা।

বাসিন্দারা আরও জানান, নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট পর্ব শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয় না।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও, দপ্তরের গাফিলতির কারণে এই এলাকার মানুষ এখনও সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিতএমনই অভিযোগ স্থানীয়দের।

আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ রোগী ও পরিবার

আগরতলা, ২৮ মার্চ: আইজিএম হাসপাতালে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, হাসপাতালের চিকিৎসক এক রোগীকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ওই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রোগী ও তার পরিবারের দাবি, চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরেই রোগীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করছেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের পরিষেবায় চরম অব্যবস্থাপনার অভিযোগও সামনে এসেছে।

তাদের অভিযোগ, চিকিৎসক নিজের ইচ্ছামতো পরিষেবা পরিচালনা করছেন এবং সরকারি নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করছেন না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ পৌঁছায়। বিষয়টি জানতে সাংবাদিকরা আইজিএম হাসপাতালে গেলে তাদের কাজে বাধার মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বাধা দেন।

এ বিষয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান, চিকিৎসকের নির্দেশেই তারা সাংবাদিকদের ছবি তুলতে দেননি। ওই ঘটনাটি ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে প্রচার মিছিল, উচ্চারিত হল শিক্ষা ও কাজের দাবি

আগরতলা, ২৮ মার্চ : অনিশ্চিত কাজ, নেশায় ডুবছে যুব সমাজ, দৃঢ় সংগঠন গড়ে ইউনিটে ইউনিটে তোলো আওয়াজ, চাই সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য কাজ, এই আহ্বানকে সামনে রেখে আগামী ২৯ মার্চ ডুকলি বিভাগীয় কমিটির ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই সম্মেলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে শনিবার সকালে বাধারঘাট চৌমুহনী থেকে এক বর্ণাঢ্য প্রচার মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাস, সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শান্তনু দেব, গৌতম ঘোষ ও বুল্টি বিশ্বাস, রাজ্য কমিটির সদস্য আবুল হুসেন, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রতন দাস এবং এস এফ আই-এর প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাধারঘাট চৌমুহনী থেকে সুসজ্জিত ও স্লোগানে মুখর মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নাগেরজলায় এসে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রতন দাস ও নবারুণ দেব। বক্তারা যুব সমাজের বর্তমান সমস্যা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং শিক্ষার প্রসারে সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং আসন্ন সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান।

বক্সনগর বাজার সেড ইস্যুতে শুনানি, জেলাশাসকের কড়া নির্দেশ, তবুও কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ মার্চ : বক্সনগরে বিতর্কিত বাজার সেড নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা অব্যাহত। শুক্রবার সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত শুনানি শেষে নির্দেশ দেওয়া হয়, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অবৈধভাবে নির্মীয়মাণ বাজার সেডে কোনও ধরনের কাজ করা যাবে না। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, পরবর্তী শুনানিতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। প্রসঙ্গত, এর আগেও মহকুমা শাসক একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবে অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করে গত প্রায় তিন মাস ধরে জমি মাফিয়ারা ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। শুক্রবারের শুনানিতে জেলাশাসক কড়া ভাষায় এই অনিয়মের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন সংশ্লিষ্টদের। সে সময় জমি মাফিয়াদের আইনজীবীরা ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর হবে না বলে আশ্বাস দেন।

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, জেলাশাসকের নির্দেশের পরেও শনিবার সকালে কয়েকজন শ্রমিককে বাজার সেড এলাকায় কাজ করতে দেখা যায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শাসক স্থানীয় তহসিলদারকে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন। তহসিলদার সুমন মিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের কাজ করতে দেখেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী পুরো ঘটনাটি ভিডিও রেকর্ড করে মহকুমা শাসককে অবগত করেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শ্রমিকরা দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ে। বর্তমানে ওই অবৈধ বাজার সেডের কাজ বন্ধ রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। তবে ভবিষ্যতে পুনরায় কাজ শুরু করার চেষ্টা হতে পারে কিনা, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের নির্মাণকে অবৈধ বলে উল্লেখ করার পরেও তা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। বক্সনগরবাসীর দাবি, অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলে এলাকার একমাত্র হরিমঙ্গল নদীকে রক্ষা করতে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

রাম নবমী উপলক্ষে আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আগরতলা, ২৮ মার্চ : রাম নবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলায় শনিবার এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে শোভাযাত্রাটি ধর্মীয় আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্তের পশ্চিম জেলার উদ্যোগে আয়োজিত এই 'শুভ যাত্রা' টাউন হল সংলগ্ন সংগঠনের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে সূচনা হয়। পরে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে রবীন্দ্রভবনের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীত, পতাকা ও শোভাযাত্রার নানা আয়োজনের মাধ্যমে রাম নবমীর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই প্রতি বছর এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ত্রিপুরা দল

আগরতলা, ২৮ মার্চ: ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিএসডি) গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, রাজ্যের দল আগামী ২৯ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাটি দেশের একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হবেউত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় অনসাইট ইভেন্ট এবং গুজরাটের গান্ধীনগরে অফসাইট ইভেন্ট আয়োজন করা হবে।

আসামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। অটোমোবাইল টেকনোলজি ও মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে দুটি স্বর্ণপদক এবং ক্লাউড কম্পিউটিং ও ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনে দুটি রৌপ্যপদক জিতে তারা জাতীয় পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এছাড়াও ত্রিপুরা পাঁচটি ট্রেডে ১৩ জন প্রার্থীকে নিয়ে সরাসরি ওয়াকওভার এন্টি নিশ্চিত করেছে। সাইবার সিকিউরিটি, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০, আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ডিজিটাল কনস্ট্রাকশনের মতো উদীয়মান ও ভবিষ্যৎমুখী ক্ষেত্রগুলোতে তারা অংশ নেবেন।

সব মিলিয়ে ১৭ জন প্রতিযোগী ইন্ডিয়াস্কিলস জাতীয় প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই অংশগ্রহণ উন্নত ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট দক্ষতার ক্ষেত্রে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও সক্ষমতাকে তুলে ধরবে।

ইন্ডিয়াস্কিলস প্রতিযোগিতা দক্ষ তরুণদের চিহ্নিত ও লালন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যা তাদের ওয়ার্লস্কিলসের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেয়। দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর সকল অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ত্রিপুরায় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রতিযোগিতামূলক ভবিষ্যতের জন্য যুব সমাজকে সক্ষম করে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৮ মার্চ: জম্পুইজলা এলাকার একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে নাইথক দেববর্মা নামে এক যুবক নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। গতকাল পরিবারের সদস্যদের কাছে খবর আসে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে জম্পুইজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য।

প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ব্যতিক্রমী ফসল চাষে সফল মেলাঘরের কৃষক, সুইট কর্নে লাভের মুখ দেখালেন এবাদুল হক

মেলাঘর, ২৮ মার্চ : শুধুমাত্র প্রচলিত সবজি চাষেই স্বাবলম্বী হওয়া যায়, এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে ব্যতিক্রমী ফসল চাষে নজির গড়লেন মেলাঘর ইন্দিরানগরের এক কৃষক। সুইট কর্ন বা মিষ্টি ভুট্টা চাষ করে সাফল্যের মুখ দেখেছেন এবাদুল হক।

মেলাঘরের ইন্দিরানগর ৯ নম্বর ওয়ার্ডে রুদ্রসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত সংলগ্ন কৃষিজমিতে প্রায় তিন কানি জমিতে সুইট কর্ন চাষ করেন তিনি। বর্তমানে এই চাষ থেকে ভালো লাভ পাচ্ছেন বলে জানান কৃষক।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উৎপাদিত ভুট্টা বিক্রির জন্য তাকে স্থানীয় বাজারে যেতে হয় না। বিভিন্ন সবজি আড়তের ব্যবসায়ীরাই সরাসরি তার বাড়ি থেকে ভুট্টা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। কৃষক এবাদুল হক জানান, এক বন্ধুর উৎসাহে তিনি এই চাষ শুরু করেন। ওই বন্ধু একটি কৃষি সংস্থায় কর্মরত। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি দপ্তর থেকেও তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, সোনামুড়া মহকুমা মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা হলেও এখানে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ বেশি হয়, ভুট্টা চাষ তেমন প্রচলিত নয়। অনেকের ধারণা ভুট্টা চাষে তেমন লাভ হয় না। তবে সেই ধারণা ভেঙে এবাদুল হক সুইট কর্ন চাষে লাভবান হয়ে অন্য কৃষকদেরও এই চাষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে সুইট কর্নের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, ফলে সঠিক পরিকল্পনা ও পরিচর্যা করলে এই ফসল চাষ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

বিশালগড়ে টিএসআর জিপ ও অটোর সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ৬

চড়িলাম, ২৮ মার্চ : বিশালগড় ২ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার দুপুরে টিআর০৩-১০৫৯ নম্বরের টিএসআর জিপ গাড়ি ও টি আর ০১এল২৭৬২ নম্বরেরএকটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় আহত হন মোট ছয়জন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মধ্যে চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন এবং বাকি দুইজনকে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন বিশালগড় নেতাজি নগর এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিতা চৌধুরী দাস (২৮) ও তাঁর কন্যা অস্মিতা দাস (৮)। অন্যদিকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত আহতরা হলেন দ্বীপ দাস (২৫), আগরতলা প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা; সনঞ্জিতা সিনহা (৩৫), বিশালগড় বাইদ্যাদিঘি এলাকার বাসিন্দা টিএসআর ৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের রঞ্জিত চন্দ্র রায় (৫৮), আমতলীর বাসিন্দা এবং প্রদীপ বিশ্বাস (৪৩), বাধারঘাট চারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা, যিনি অটোরিকশা চালক বলে জানা গেছে।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবেই এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা অব্যাহত থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আমতলী বাইপাসে নাকা তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ১

আগরতলা, ২৮ মার্চ : আমতলী থানার পুলিশের নাকা তল্লাশিতে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। আমতলী বাইপাস সড়কের নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন টি আর ০৭ এ ১৮৩৪ নম্বরের একটি বোলেরো ডি আই পিকআপ গাড়ি আটক করা হয়। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। এ বিষয়ে আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, নাকা পয়েন্টে সন্দেহভাজন গাড়িটি আসতেই পুলিশ তার গতি রোধ করে এবং তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশি চালানোর সময় মোট ১৭টি প্যাকেটে প্রায় ৫৭৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঘটনায় গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজাগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মঙ্গলখালি হত্যাকাণ্ডে এক অভিযুক্ত গ্রেফতার, চারজন পলাতক

ধর্মনগর, ২৮ মার্চ : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার মঙ্গলখালি গ্রামে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটে ধর্মনগর থানার পুলিশ রাগনা এলাকা থেকে পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত অভিযুক্তের নাম জহর উদ্দিন ওরফে সাব উদ্দিন (৪২)। তার বাড়ি মঙ্গলখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। মামলা নম্বর ২০২৬ ডিএমএন ০১৭ অনুযায়ী ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩-এর বিভিন্ন ধারায় ৩৫১(৩), ১২৬(২), ১০৯(১), ১১৮(২), ৩ ও ৫-এর অধীনে তাকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও চারজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে।

ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা জানিয়েছেন, খুব দ্রুত বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করা হবে। একই সঙ্গে তিনি নিহতের পরিবার এবং এলাকাবাসীদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ঘটনার পর থেকেই মঙ্গলখালি এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রশাসন সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে বার্ষিক দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২৮ মার্চ: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে (লেম্বুছড়া, ত্রিপুরা) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক দিবস গত ২৭ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সফলভাবে উদযাপন করেছে। দুই দিনব্যাপী এই উদযাপনে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া বিষয়ক বিচিত্র সব কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল।

আবৃত্তি (জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ), একক সঙ্গীত, একক নাটক, শ্লোক আবৃত্তি, রঙ্গোলি অঙ্কন, একক নৃত্য, দলীয় নৃত্য এবং যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা (ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)এর মতো বিভিন্ন ইভেন্টগুলো ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও দলগত চেতনার বিকাশে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, দূরপাল্লার দৌড়, চাকতি নিক্ষেপ, গোলক নিক্ষেপ, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, কাবাডি এবং দাবাসহ বেশ কিছু ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, কর্মীদের জন্যও ক্রিকেট এবং মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো কিছু ক্রীড়া ইভেন্টের ব্যবস্থা ছিল। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে তারা তাদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরে। শিক্ষকবৃন্দ এবং আয়োজক কমিটির নির্দেশনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়।

বার্ষিক দিবস উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানটি ২৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় পরিসরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করেন। বিশেষ অতিথি: শ্রী গৌরব কুমার, কমান্ড্যান্ট, ৪৯ ব্যাটালিয়ন, বিএসএফ, মোহনপুর।

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক বিপিএম শ্রীনিবাস, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা শাস্ত্র বিভাগ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য ক্যাম্পাস। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিসরের নির্দেশক অধ্যাপক মখলেশ কুমার। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। অতিথিবৃন্দ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপনের সমাপ্তি ঘটে; এর মাধ্যমে একলব্য পরিসরে আরও একটি সফল ও স্মরণীয় বার্ষিক দিবস উদযাপনের নজির স্থাপিত হলো।

ধর্মনগরে উপ-নির্বাচনে উত্তাপ চরমে, কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন

ধর্মনগর, ২৮ মার্চ : উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ চরমে উঠছে। ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন সামনে রেখে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস জোরালো শক্তি প্রদর্শন করল বিশাল পদযাত্রা ও জনসংযোগ অভিযানের মাধ্যমে।

কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দলের প্রভাবশালী নেতা তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। কয়েকশো কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে পদ্মপুর এলাকায় রাস্তাজুড়ে মিছিল করে কংগ্রেস শিবির। মিছিলে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। পদযাত্রার পাশাপাশি চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে এবার মানুষ নিজেদের বিবেক অনুযায়ী ভোট দেবেন। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কংগ্রেস নেতৃত্ব জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলেও জানান তিনি। পদ্মপুরে এই নিবিড় জনসংযোগ অভিযান ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। এখন নজর ভোটবাক্সেমাঠের এই জনসমর্থন কতটা প্রতিফলিত হয়, সেটাই দেখার।

রাষ্ট্রীয় সালামিতে সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জন, আবেগে ভাসছে বিজয়া দশমী

আগরতলা, ২৮ মার্চ: আজ বাসন্তী পূজার বিজয়া দশমী। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মাঝেও বিদায়ের বিষণ্ণতায় মণ্ডপে মণ্ডপে ধরা পড়েছে আবেগঘন পরিবেশ। সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে দেবীর বরণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যবাহী আগরতলা দুর্গাবাড়িতেও সকাল থেকে ভক্তদের ঢল নামে।

প্রথা অনুযায়ী, শনিবার সকালে রাষ্ট্রীয় সালামির মধ্য দিয়ে রাজ ঘটকে দুর্গাবাড়ি থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজার সকল আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হয় দেবীর বরণ পর্ব। পাশাপাশি, বিবাহিত নারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সিঁদুর খেলা, যা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ।

পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে আজ ছিল আনন্দ ও আবেগের মেলবন্ধন। হাসিমুখে দেবী বাসন্তীকে বিদায় জানিয়ে ভক্তরা মায়ের কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas